ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প

(HILSA DEVELOPMENT AND MANAGEMENT PROJECT - HDMP)

এর

বাস্তবায়ন নির্দেশিকা

(Implementation Guidelines)

মৎস্য অধিদপ্তর

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

স্বত্ব

ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা

মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা

মোঃ জিয়া হায়দার চৌধুরী	প্রকল্প পরিচালক
মোঃ মুখলেসুর রহমান	সিনিয়র সহকারী পরিচালক
মোঃ মাহবুব উল হক	সহকারী পরিচালক
মোঃ মাগফুর রহমান	সহকারী পরিচালক
মোঃ মাহবুবুর রহমান	উপ-প্রকল্প পরিচালক
মোছাঃ শিরিন শীলা	সহকারী প্রকল্প পরিচালক
তন্ময় কুমার দাশ	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)
মোঃ শামসুল আলম পাটওয়ারী	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কর্মকর্তা

প্রকাশ সংখ্যা
০১

প্রকাশ কাল
মার্চ, ২০২১

মুদ্রণ সংখ্যা
১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) কপি

প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ

প্রকল্পের শিরোনাম		ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (HILSA DEVELOPMENT AND MANAGEMENT PROJECT-HDMP)
মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	মৎস্য অধিদপ্তর
পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ	:	কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা	:	মা ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণে মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন এবং ইলিশ জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো-

- মা ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণে মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন এবং অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;
- দক্ষতা বৃদ্ধিপূর্বক জাটকা ও মা ইলিশ আহরণকারী ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টি জেলে পরিবারের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং
- জেলেদের ১০,০০০ (দশ হাজার) টি বৈধ জাল বিতরণ ও ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে মা ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণে জনসচেতনতা সৃষ্টি।

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

- প্রকল্প সমাপ্তির পর ইলিশের বর্তমান (২০১৮-১৯ অর্থবছর) উৎপাদন ৫.৩৩ লক্ষ মে.টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬.২০ লক্ষ মে. টনে উন্নীত হবে;
- মোট ১০,০০০ (দশ হাজার)টি জেলে পরিবারকে বৈধ জাল সরবরাহ এবং ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টি ইলিশ ও জাটকা জেলে পরিবারকে তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী বিকল্প কর্মসংস্থানের উপকরণ বিতরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্রতা হ্রাস করা হবে;
- দেশের ২৯ (উনত্রিশ)টি জেলার ১৩৪ (একশত চৌত্রিশ)টি উপজেলায় প্রকল্পের এলাকা বিস্তার লাভ করায় পদ্মাসহ অন্যান্য নদীতে ইলিশের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে;

সুবিধাভোগী: জেলে, মৎস্যজীবী, বিক্রেতা, আড়তদার, মাছ পরিবহনকারী অর্থাৎ ইলিশ আহরণ ও বাজারজাতকরণে সম্পৃক্ত সকলেই প্রকল্পের সুবধাভোগী হবে।

প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল		:	
ক.	শুরুর তারিখ	:	জুলাই, ২০২০
খ.	সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০২৪
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		:	
	মোট	:	২৪৬,২৭.৫৩ লক্ষ টাকা
	জিওবি	:	২৪৬,২৭.৫৩ লক্ষ টাকা
	নিজস্ব	:	০০.০০
	অন্যান্য	:	০০.০০
বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার (তারিখসহ)		:	প্রযোজ্য নয়
অর্থায়নের ধরন		:	অনুদান

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর		বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
১.০		**প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্যাদি**	৬
	১.১	প্রকল্পের পটভূমি	৬
	১.২	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	৭
	১.৩	প্রকল্পের ফলাফল	৭
	১.৪	প্রকল্পের আউটপুট	৭
	১.৫	প্রকল্পের কার্যাবলি	৮
	১.৬	উপকারভোগীদের জেন্ডার বিভাজিত উপাত্ত এবং নারীদের সমস্যা সংক্রান্ত তথ্য	৮
	১.৭	প্রকল্পের সুবধাভোগী জনগোষ্ঠী	৮
	১.৮	প্রকল্প এলাকা	৯
	১.৯	প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়িতব্য জেলা ও উপজেলার তালিকা	১০
২.০		**মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে গঠিত কমিটি ও কার্যপরিধি**	১৫
	২.১	জেলা প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটি	১৫
	২.১.১	জেলা প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধি	১৫
	২.২	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি	১৬
	২.২.১	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির কার্যপরিধি	১৬
	২.৩	ইলিশ অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি	১৬
	২.৩.১	ইলিশ অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধি	১৭
৩.০		**প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহের বিবরণ**	১৮
	৩.১	জেলেদের বিকল্প উপায়ে জীবিকা নির্বাহের জন্য সহায়তা প্রদান (বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি)	১৯
	৩.১.১	ভূমিকা	১৯
	৩.১.২	সুফলভোগী নির্বাচনের মানদন্ড	১৯
	৩.১.৩	সুফলভোগী নির্বাচন পদ্ধতি	১৯
	৩.১.৪	সুফলভোগী যাচাই বাছাই কমিটি	১৯
	৩.১.৫	বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন উপকরণ	২০
	৩.১.৬	উপকরণ বিতরণের ক্ষেত্রে নির্দেশনাবলি	২০
	৩.২	বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সুফলভোগী প্রশিক্ষণ	২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ★ মৎস্য অধিদপ্তর ★ মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা ★ মহা-পরিচালকের কার্যালয় ★

সূচীপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
৩.২.১	প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে নির্দেশনাবলি	২১
৩.৩	বৈধ জাল বিতরণ	২১
৩.৩.১	বৈধ জাল বিতরণে গ্রাম/জেলে পল্লী/এলাকা নির্বাচনের মানদন্ড	২১
৩.৩.২	বৈধ জাল বিতরণে সুফলভোগী নির্বাচনের মানদন্ড	২১
৩.৩.৩	বৈধ জাল বিতরণে গ্রাম/জেলে পল্লী/এলাকা ও সুফলভোগী নির্বাচন পদ্ধতি	২২
৩.৩.৪	বৈধ জাল বিতরণের ক্ষেত্রে নির্দেশনাবলি	২২
৩.৪	মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন	২২
৩.৪.১	মৎস্য সম্পদ ধ্বংসকারী অবৈধ জাল নির্মূলকরণে "সম্মিলিত বিশেষ অভিযান" পরিচালনার জন্য নির্বাচিত জেলা ও উপজেলা সমূহের তালিকা	২৩
৩.৫	সচেতনতামূলক কার্যক্রম	২৩
৩.৫.১	ইলিশ অভয়াশ্রমের চারপাশে অবস্থিত ইউনিয়নসমূহের তালিকা	২৪
৩.৫.২	জনসচেতনতামূক সভা বাস্তবায়নের নির্দেশনাবলি	২৭
৩.৬	ইলিশ অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ কার্যক্রম	২৮
৩.৬.১	ইলিশ অভয়াশ্রম সংরক্ষণে পাহারাদার নির্বাচনের মানদন্ড	২৯
৩.৬.২	ইলিশ অভয়াশ্রম সংরক্ষণে পাহারাদার নির্বাচনের পদ্ধতি	২৯
৩.৬.৩	ইলিশ অভয়াশ্রম সংরক্ষণে পাহারাদারের করণীয়/দায়িত্ব ও কর্তব্য	২৯
৩.৬.৪	ইলিশ অভয়াশ্রম সংরক্ষণে নির্বাচিত পাহারাদারের অপসারণ	৩০
৩.৭	প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন ওয়ার্কশপ	৩০
৪.০	**সংযুক্তি-১: সুফলভোগী নির্বাচনের বেইজলাইন সার্ভে ফরম**	৩১
৫.০	**সংযুক্তি-২: ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের এআইজিএ সংক্রান্ত চুক্তিনামা**	৩৩
৬.০	**সংযুক্তি-৩: ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের বৈধ জাল বিতরণ সংক্রান্ত চুক্তিনামা**	৩৪
৭.০	**সংযুক্তি-৪: ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় ইলিশ সংরক্ষণে মনোনীত পাহারাদার এর সাথে চুক্তিনামা**	৩৫

প্রকল্পের আওতাভূক্ত ২৯ টি জেলা ও ১৩৪ টি উপজেলার মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের জন্য "প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্দেশিকা" টি প্রণয়ন করা হয়েছে।

ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প -এর বাস্তবায়ন নির্দেশিকা

১.০ প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্যাদি

১.১ প্রকল্পের পটভূমি

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ এবং নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় ও আমিষ সরবরাহে ইলিশের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ (প্রায় ১১ ভাগ) এবং জিডিপিতে অবদান ১%। উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের জীবিকার প্রধান উৎস্য হচ্ছে ইলিশ। প্রায় ৫.০ লক্ষ লোক ইলিশ আহরণে সরাসরি নিয়োজিত এবং ২০-২৫ লক্ষ লোক পরোক্ষভাবে জড়িত। বিশ্বে ইলিশ আহরণকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান এখন শীর্ষে। সারা বিশ্বের মোট উৎপাদিত ইলিশের প্রায় ৮০ শতাংশ আহরিত হয় এ দেশের নদ-নদী থেকে।

এক সময় দেশের প্রায় সকল নদ-নদী এবং নদীসমূহের শাখা ও উপনদীতেও প্রচুর পরিমাণ ইলিশ মাছ পাওয়া যেত। বন্যা বা প্লাবনের বছরে নদীর সাথে সংযোগ আছে এমন সব বিল ও হাওরেও ইলিশ মাছ কখনও কখনও পাওয়া যেত। গুরুত্বপূর্ণ এই মৎস্য সম্পদ আশির দশকে সংকটে পড়ে। আশির দশকের পূর্বে মোট মৎস্য উৎপাদনের ২০% ছিল ইলিশের অবদান। ২০০২-২০০৩ সালে ইলিশের অবদান দাঁড়ায় জাতীয় উৎপাদনের মাত্র ৮% (১.৯৯ লক্ষ মে.টন)। ইলিশ উৎপাদনের গতিধারায় লক্ষ্য করা যায় যে, বিগত ২০০০-২০০১ সালে ইলিশের উৎপাদন ২.২৯ লক্ষ মে.টন থাকলেও ২০০১-০২ ও ২০০২-০৩ সালে তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ২.২০ লক্ষ মে.টন এবং ১.৯৯ লক্ষ মে.টনে পৌঁছে। প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট উভয় কারণেই ইলিশের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছিল। এর অন্যতম কারণ হলো অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের পরিবেশগত পরিবর্তনের ফলে বিশেষ করে বিভিন্ন নদ-নদীতে অপরিকল্পিতভাবে বাঁধ ও কালভার্ট/ব্রীজ নির্মাণের কারণে এবং উজান হতে পরিবাহিত পলি জমার জন্য পানি প্রবাহ ও নদ-নদীর নাব্যতা হ্রাস পাচ্ছে এবং জলজ পরিবেশ দূষিত হয়ে পড়ছে। ফলে ইলিশ মাছের পরিভ্রমণ পথ, প্রজননক্ষেত্র, বিচরণ ও চারণক্ষেত্র (ফিডিং এবং নার্সারি গ্রাউন্ড) দিন দিন পরিবর্তিত ও বিনষ্ট হচ্ছে এবং অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ইলিশ মাছের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়াও বর্তমানে ক্রমাগত বর্ধিত জনসংখ্যার চাপ, কর্মসংস্থানের অভাব, অতি কার্যকরী একতন্তু বিশিষ্ট ফাঁস জাল এবং মাছ আহরণের উন্নত পদ্ধতির প্রবর্তন ও নৌকা যান্ত্রিকীকরণের ফলে সামুদ্রিক জলাশয়ে ইলিশ মাছের আহরণ মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।

দেশের ইলিশ সম্পদ ধ্বংসের এবং উৎপাদন কমে যাওয়ার পিছনে যে কারণগুলো রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নির্বিচারে ক্ষতিকর জাল ও সরঞ্জাম দিয়ে জাটকা ও মা ইলিশ আহরণ। ইলিশের জন্য খ্যাত এক সময়ের পদ্মা, ধলেশ্বরী, গড়াই , চিত্রা, মধুমতি ইত্যাদি নদীতে বর্তমানে শুষ্ক মৌসুমে ইলিশ মাছ প্রায় পাওয়া যায় না বলা যেতে পারে। এসব কারণের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নির্বিচারে অবৈধ জাল যেমন- কারেন্ট জাল, বেহুন্দি জাল, বেড় জাল, চরঘেড়া জাল, মশারী জাল, পাইজাল, খুটাজাল ইত্যাদি । যদি এই ক্ষতিকর অবৈধ জাল ও সরঞ্জাম নির্মূল না করা যায় তাহলে ইলিশের কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন বাধাগ্রস্থ হবে। তাই প্রকল্পের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণের মাধ্যমে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি করা। এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাসহ নদী, মাছ বাজার, মাছ ঘাট, হাট, আড়ৎ ইত্যাদিতে অভিযান পরিচালনা করা অপরিহার্য।

ইলিশ ও জাটকাসহ অন্যান্য ছোট মাছ, পোনা মাছ নির্বিচারে ধ্বংসের অপতৎপরতায় কেবল ইলিশ সম্পদ বিনষ্ট হচ্ছে তা নয় উপকূলীয় ইকোসিস্টেম প্রতিকূল অবস্থায় পড়েছে এবং ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ইলিশ জেলেদের এক বিরাট অংশ বেকার হয়ে যাচ্ছে এবং পরিবার পরিচালনা কঠিন হচ্ছে এবং ইলিশ সম্পদ হ্রাসের কারণে এর আহরণ কমে যাওয়ায় জীবন ধারণ করাই কঠিন হয়ে পড়েছে। কেননা মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের আবাসস্থল দূরে ও দূর্গম হওয়ায় সরকারের সেবামূলক কার্যক্রম এবং সম্প্রসারণ কর্মকান্ডে তাঁদের অংশগ্রহণ খুবই সীমিত। এছাড়াও এ অঞ্চলের জনসাধারণকে প্রায় প্রতিবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হয় অনেক জীবন ও সম্পদের বিনিময়ে। প্রাকৃতিক ঝুঁকি হ্রাসকরণ এবং জীবনের নিরাপত্তা বিধান তথা তাঁদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে তাঁদের যৌথ উদ্যোগ/প্রচেষ্টা খুবই প্রয়োজন। এভাবে ইলিশ সম্পদ স্থায়িত্বশীল হবে এবং উপকূলীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের অধিক ক্ষমতায়ন ঘটবে। এই প্রেক্ষিতে নবায়নযোগ্য সম্পদ এই জাতীয় মাছ ইলিশের উৎপাদনের পরিমাণ ও প্রাপ্যতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ইলিশের স্থায়িত্বশীল আহরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের ইলিশসমৃদ্ধ ২৯ জেলার ১৩৪ টি উপকূলীয় উপজেলায় 'ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা ' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সমাজের দরিদ্রতার স্তরের অনেক নীচে রয়েছে জেলেদের স্থান। প্রতিদিন তিনবেলা খাবার জোগাড় করা তাদের জন্য কষ্টসাধ্য। আর জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষার সময় যখন মাছ ধরা বন্ধ রাখা হয় তখন তাদের কষ্ট চরম শিখরে পৌঁছে। এই দারিদ্র্য নিরসনে প্রকল্পটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে উপকূলীয় এলাকার ৩০ (ত্রিশ) হাজার জেলে পরিবার স্বাবলম্বী হবে এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য বিকল্প অয়ের পথ খুঁজে পাবে যা তাদের দারিদ্রতা হ্রাস করবে। সেই সাথে জেলেসহ অন্যান্য পেশাজীবী জনসাধারণের প্রায় ৪,০০,০০০ (চার লক্ষ) জন ইলিশ ও জাটকা রক্ষা কার্যক্রমের সুফল সম্পর্কে সচেতন হবে। অর্থাৎ প্রকল্প হতে দরিদ্র জেলেরা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় প্রকারে উপকৃত হবে। ফলে প্রকল্পটি ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আমিষের চাহিদা পূরণে সহায়তা করার সাথে সাথে দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মৎস্য অধিদপ্তর মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা

১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য (Objectives)

মা ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণে মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন এবং ইলিশ জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো-

- মা ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণে মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন এবং অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;
- দক্ষতা বৃদ্ধিপূর্বক জাটকা ও মা ইলিশ আহরণকারী ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টি জেলে পরিবারের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; এবং
- জেলেদের ১০০০০ (দশ হাজার) টি বৈধ জাল বিতরণ ও ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে মা ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণে জনসচেতনতা সৃষ্টি।

১.৩ প্রকল্পের ফলাফল (Outcome)

মা ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণে মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন এবং ইলিশ জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং পদ্মা নদীসহ অন্যান্য নদীতেও ইলিশের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাবে। জাটকা আহরণকারী জেলে পরিবারের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। জাটকা ও ইলিশ জেলেদের মাঝে জনসচেতনতা সৃষ্টি হবে। ইলিশ অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনায় সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ জনবল গড়ে উঠবে এবং দেশে মাছের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং জাটকা ও ইলিশ জেলেদের জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবে।

১.৪ প্রকল্পের আউটপুট (Output)

- প্রকল্প সমাপ্তির পর ইলিশের উৎপাদন ১৬% বৃদ্ধি;
- মা ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণে ১০৭২ (এক হাজার বাহাত্তর) টি জনসচেতনতা সভা ও ৬০ (ষাট) টি কর্মশালা আয়োজন;
- জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণে ১৬৬১৬ (ষোল হাজার ছয়শত ষোল) টি অভিযান/ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা;
- মা ইলিশ সংরক্ষণে ১২৭৮ (এক হাজার দুইশত আটাত্তর) টি সম্মিলিত বিশেষ অভিযান পরিচালনা;
- প্রকল্প মেয়াদে ৬ (ছয়) টি জেলার ২৩ (তেইশ) টি উপজেলার ১৫৪ (একশত চুয়ান্ন) টি ইউনিয়ন সংলগ্ন ০৬ (ছয়) টি ইলিশ অভয়াশ্রম পরিচালনা;
- ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টি জাটকা জেলে পরিবারের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- জেলে পরিবারের বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ১৮,০০০ (আঠারো হাজার) জন জেলেকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ১০,০০০ (দশ হাজার) টি জেলে পরিবারকে বৈধ জাল বিতরণ;
- প্রকল্প মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন এলাকার ৪.০ (চার) লক্ষ জেলেসহ অন্যান্য পেশাজীবী জনসাধারণের মাঝে জাটকা সংরক্ষণের গুরত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি।
- মৎস্যসম্পদ ধ্বংসকারী অবৈধ জাল, ফিক্সড নেট/ইঞ্জিন অপসারণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের জীব বৈচিত্রের উন্নয়ন; এবং
- ইলিশ সম্পদের সাথে জড়িত জেলেদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার * মৎস্য অধিদপ্তর * মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা * মহা-পরিচালকের কার্যালয়

১.৫ প্রকল্পের কার্যাবলি

- ইলিশের সহনশীল উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রকল্পে নিম্নবর্ণিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করা হবে:
- মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নে এলাকা ভিত্তিক মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ বিদ্যমান মৎস্য পলিসি/আইন/নীতিমালা/বিধি অনুসরণ করে মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন;
- মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নের আওতায় (১)" সম্মিলিত বিশেষ অভিযান"; (২) বিশেষ অপারেশন এবং (৩) অভিযান পরিচালনা/মোবাইল কোর্ট পরিচালনা;
- দরিদ্র জেলেদের সহায়তা প্রদান কার্যক্রমের আওতায় ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টি জাটকা জেলে পরিবারের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং ১০,০০০ (দশ হাজার) টি জেলে পরিবারকে বৈধ জাল বিতরণ;
- প্রকল্প মেয়াদে ৬ (ছয়) টি জেলার ২৩ (তেইশ) টি উপজেলার ১৫৪ (একশত চুয়ান্ন) টি ইউনিয়ন সংলগ্ন ছয়টি ইলিশ অভয়াশ্রম পরিচালনা;
- সচেতনতামূলক কার্যক্রমের আওতায় ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে ১০৭২ (এক হাজার বাহাত্তর) টি জনসচেতনতা সভা করার পাশাপাশি পোস্টার, লিফলেট, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, ভিডিও ডকুমেন্টরিসহ নানা প্রকার প্রচারণামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- জেলে পরিবারের বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ১৮,০০০ (আঠারো হাজার) জন জেলেকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন জোরদার করার জন্য ১৯ (উনিশ) টি হাই স্পীড এফআরপি বোট ক্রয় ও সরবরাহ;
- প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন কর্মশালার আয়োজন।

১.৬ উপকারভোগীদের জেন্ডার বিভাজিত উপাত্ত এবং নারীদের সমস্যা সংক্রান্ত তথ্য

উন্নয়ন কার্যক্রমে দরিদ্র ও নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান, সমাজের সুবিধা-বঞ্চিত, বিশেষ করে দরিদ্র ও দুঃস্থ নারী, যাঁদের পুকুর/ডোবা আছে বা মাছ চাষ করার জন্য অনুরূপ কোন উৎসে অংশগ্রহণের সুযোগ আছে তাঁদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মাছ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নির্বাচন করা হয়ে থাকে। উন্নয়ন প্রচেষ্টার মূল স্রোতধারায় নারীদের সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে বর্ণিত প্রকল্পে জেলেদের সহায়তার জন্য নানা প্রকার বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ প্রকল্প হতে প্রদান করা হবে যার সিংগভাগ নারীদের দ্বারা পরিচালিত হতে পারে যেমন, সেলাই মেশিন, জাল তৈরি, কুটির শিল্প, মাছ ধরার সরঞ্জাম তৈরি ইত্যাদি। এই সকল কার্যক্রমে জেলেদের স্ত্রীদের সম্পৃক্ত করার সুযোগ প্রকল্পে রাখা হয়েছে। ফলে নারীর ক্ষমতায়ন ও জীবনমান উন্নয়ন সাধন হবে।

১.৭ প্রকল্পের সুবধাভোগী জনগোষ্ঠী

ইলিশের সহনশীল উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দরিদ্র জেলেদের স্বাবলম্বী করার জন্য মূলত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটিতে জাটকা ইলিশ জেলেদের জীবিকার বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। আয়বর্ধক বিকল্প কর্মসংস্থান কার্যক্রমসহ বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে তাদের আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তাই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে উপকূলীয় এলাকার ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) জেলে পরিবার স্বাবলম্বী হবে এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য বিকল্প আয়ের পথ খুঁজে পাবে যা তাদের দারিদ্র্য হ্রাস করবে। সেই সাথে প্রায় ৪,০০,০০০ (চার লক্ষ) জন জেলে/সুফলভোগী ইলিশ ও জাটকা রক্ষা কার্যক্রমের সুফল সম্পর্কে সচেতন হবে। অর্থাৎ প্রকল্প হতে দরিদ্র জেলেরা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় প্রকারে উপকৃত হবে। ফলে প্রকল্পটি ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আমিষের চাহিদা পূরণে সহায়তা করার সাথে সাথে দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মৎস্য অধিদপ্তর মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা পরিচালকের কার্যালয়

১.৮ প্রকল্প এলাকা

প্রকল্পটি দেশের ২৯ (উনত্রিশ) টি জেলার ১৩৪ (একশত চৌত্রিশ) টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হবে। নিম্নের চিত্রে প্রকল্পের এলাকাসমূহ দেখানো হলো:

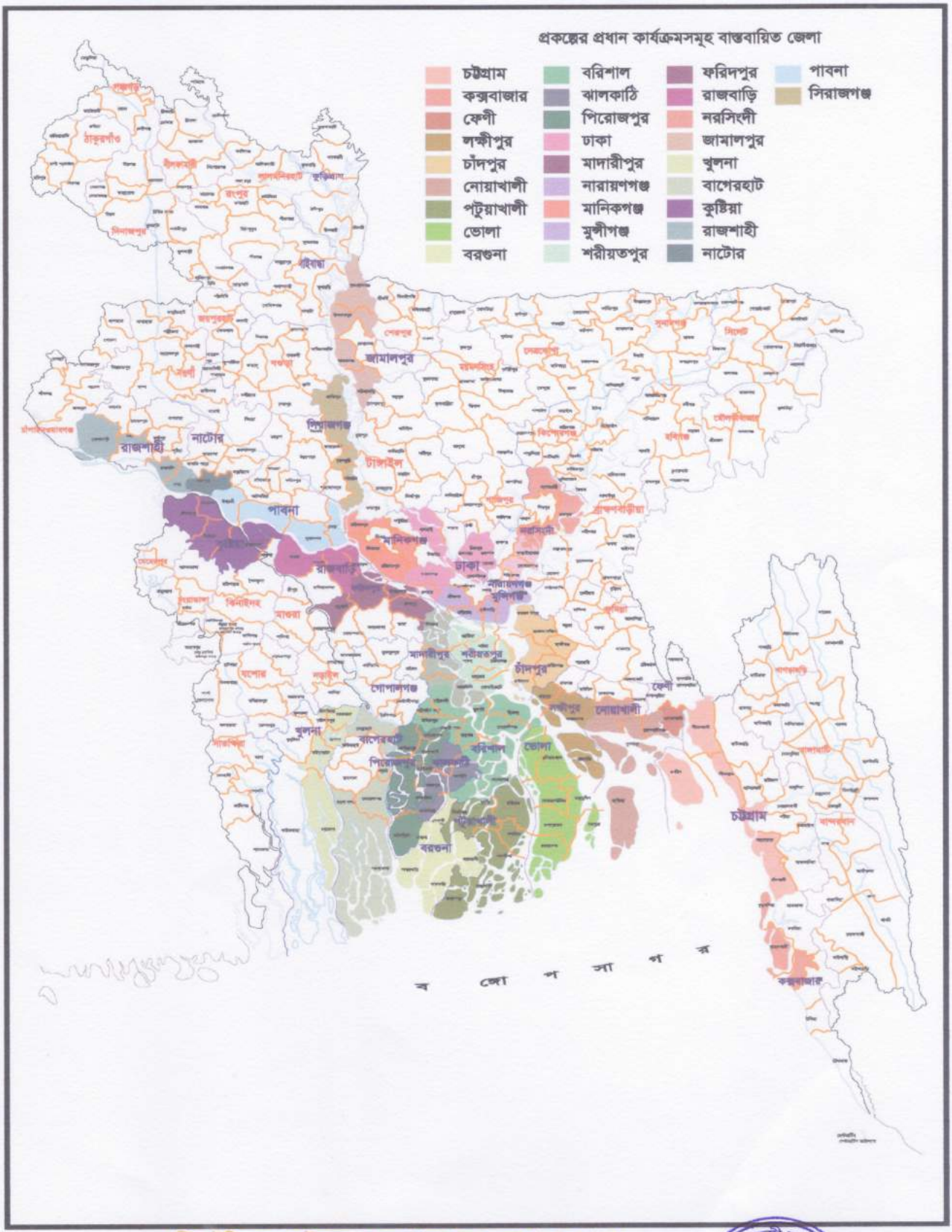

চিত্র: ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প- এর প্রকল্প এলাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য অধিদপ্তর
মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা
মহা-পরিচালকের কার্যালয়

১.৯ প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়িতব্য জেলা ও উপজেলার তালিকা

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি ২৯ (উনত্রিশ) টি জেলার ১৩৪ (একশত চৌত্রিশ) টি উপজেলায় এবং জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উপকরণ সহায়তা কার্যক্রম ২৭ (সাতাশ) টি জেলার ১০৭ (একশত সাত) টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পভুক্ত জেলা ও উপজেলার তালিকা নিম্নবর্ণিত সারণিতে উপস্থাপন করা হলো

ক্রঃ নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা	ক্রঃ নং	কার্যক্রম	ক্রঃ নং	কার্যক্রম
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	চট্টগ্রাম বিভাগ (১)	১. চট্টগ্রাম	মীরসরাই	১	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	১	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
২			সীতাকুন্ড	২	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	২	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৩			বাঁশখালী	৩	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৩	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৪			আনোয়ারা	৪	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৪	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৫			সন্দীপ	৫	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৫	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৬			চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	৬	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	-	-
৭		২.কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর	৭	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	-	-
৮			মহেশখালী	৮	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	-	-
৯			কুতুবদিয়া	৯	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	-	-
১০		৩. ফেনী	সোনাগাজী	১০	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৬	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
১১		৪.লক্ষীপুর	লক্ষীপুর সদর	১১	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৭	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
১২			রামগতি	১২	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৮	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
১৩			কমলনগর	১৩	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৯	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
১৪			রায়পুর	১৪	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	১০	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
১৫		৫. চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর	১৫	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	১১	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
১৬			মতলব উত্তর	১৬	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	১২	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
১৭			মতলব দক্ষিণ	১৭	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	১৩	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
১৮			হাইমচর	১৮	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	১৪	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
১৯			ফরিদগঞ্জ	১৯	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	-	-
২০			হাজীগঞ্জ	২০	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	-	-
২১		৬. নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর	২১	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	১৫	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
২২			সুবর্ণচর	২২	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	১৬	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
২৩			হাতিয়া	২৩	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	১৭	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
২৪			কোম্পানিগঞ্জ	২৪	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	১৮	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
২৫	বরিশাল	৭.পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর	২৫	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও	১৯	বিকল্প কর্মসংস্থান

ক্র: নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা	ক্র: নং	কার্যক্রম	ক্র: নং	কার্যক্রম
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	বিভাগ				সচেতনতা সৃষ্টি		উপকরণ
২৬	(২)		কলাপাড়া	২৬	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	২০	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
২৭			রাঙ্গাবালী	২৭	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	২১	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
২৮			বাউফল	২৮	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	২২	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
২৯			দশমিনা	২৯	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	২৩	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৩০			গলাচিপা	৩০	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	২৪	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৩১			মির্জাগঞ্জ	৩১	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	২৫	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৩২			দুমকি	৩২	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	২৬	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৩৩		৮. ভোলা	ভোলা সদর	৩৩	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	২৭	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৩৪			চরফ্যাশন	৩৪	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	২৮	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৩৫			তজুমদ্দিন	৩৫	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	২৯	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৩৬			দৌলতখান	৩৬	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৩০	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৩৭			বোরহানউদ্দিন	৩৭	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৩১	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৩৮			লালমোহন	৩৮	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৩২	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৩৯			মনপুরা	৩৯	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৩৩	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৪০		৯. বরগুনা	বরগুনা সদর	৪০	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৩৪	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৪১			পাথরঘাটা	৪১	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৩৫	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৪২			আমতলী	৪২	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৩৬	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৪৩			বামনা	৪৩	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৩৭	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৪৪			তালতলী	৪৪	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৩৮	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৪৫			বেতাগী	৪৫	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৩৯	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৪৬		১০. বরিশাল	বরিশাল সদর	৪৬	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৪০	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৪৭			মেহেন্দিগঞ্জ	৪৭	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৪১	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৪৮			হিজলা	৪৮	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৪২	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৪৯			বাকেরগঞ্জ	৪৯	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৪৩	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৫০			বাবুগঞ্জ	৫০	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৪৪	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৫১			মুলাদী	৫১	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৪৫	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৫২			বানারীপাড়া	৫২	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৪৬	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৫৩			গৌড়নদী	৫৩	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি		-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ★ মৎস্য অধিদপ্তর ★ পরিচালকের কার্যালয় ★ মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা

ক্র: নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা	ক্র: নং	কার্যক্রম	ক্র: নং	কার্যক্রম
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫৪			উজিরপুর	৫৪	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	-	-
৫৫			আগৈলঝড়া	৫৫	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	-	-
৫৬		১১. ঝালকাঠি	ঝালকাঠি সদর	৫৬	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৪৭	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৫৭			কাঁঠালিয়া	৫৭	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৪৮	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৫৮			রাজাপুর	৫৮	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৪৯	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৫৯			নলছিটি	৫৯	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৫০	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৬০		১২.পিরোজপুর	পিরোজপুর সদর	৬০	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৫১	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৬১			মঠবাড়িয়া	৬১	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৫২	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৬২			ভান্ডারিয়া	৬২	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৫৩	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৬৩			নেছারাবাদ	৬৩	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৫৪	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৬৪			ইন্দুরকানী*	৬৪	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৫৫	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৬৫			নাজিরপুর	৬৫	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	-	-
৬৬			কাউখালী	৬৬	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৫৬	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৬৭	ঢাকা বিভাগ (৩)	১৩. ঢাকা	ঢাকা মহানগর	৬৭	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	-	-
৬৮			দোহার	৬৮	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৫৭	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৬৯			ধামরাই	৬৯	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	-	-
৭০			কেরানীগঞ্জ	৭০	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	-	-
৭১			নবাবগঞ্জ	৭১	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	-	-
৭২		১৪. মাদারীপুর	মাদারীপুর সদর	৭২	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	-	-
৭৩			কালকিনি	৭৩	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	-	-
৭৪			শিবচর	৭৪	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৫৮	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৭৫		১৫. নারায়ণগঞ্জ	আড়াইহাজার	৭৫	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৫৯	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৭৬			সোনারগাঁও	৭৬	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৬০	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৭৭			বন্দর	৭৭	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	-	-
৭৮		১৬. মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ সদর	৭৮	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	-	-
৭৯			শিবালয়	৭৯	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৬১	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৮০			হরিরামপুর	৮০	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৬২	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৮১			দৌলতপুর	৮১	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৬৩	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ★ মৎস্য অধিদপ্তর ★ পরিচালকের কার্যালয় ★ মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা

ক্র: নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা	ক্র: নং	কার্যক্রম	ক্র: নং	কার্যক্রম
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৮২		১৭. মুন্সীগঞ্জ	মুন্সীগঞ্জ সদর	৮২	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৬৪	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৮৩			গজারিয়া	৮৩	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৬৫	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৮৪			শ্রীনগর	৮৪	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৬৬	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৮৫			লৌহজং	৮৫	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৬৭	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৮৬			টঙ্গীবাড়ি	৮৬	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	-	-
৮৭		১৮. শরীয়তপুর	শরীয়তপুর সদর	৮৭	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	-	-
৮৮			গোসাইর হাট	৮৮	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৬৮	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৮৯			ভেদরগঞ্জ	৮৯	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৬৯	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৯০			নড়িয়া	৯০	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৭০	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৯১			জাজিরা	৯১	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৭১	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৯২			ডামুড্যা	৯২	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	-	-
৯৩		১৯. ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর	৯৩	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৭২	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৯৪			সদরপুর	৯৪	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৭৩	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৯৫			চরভদ্রাসন	৯৫	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৭৪	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৯৬			মধুখালী	৯৬	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	-	-
৯৭		২০. রাজবাড়ী	রাজবাড়ী সদর	৯৭	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	-	-
৯৮			গোয়ালন্দ	৯৮	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৭৫	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
৯৯			পাংশা	৯৯	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৭৬	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
১০০			কালুখালী	১০০	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৭৭	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
১০১		২১. নরসিংদী	নরসিংদী সদর	১০১	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	-	-
১০২			রায়পুরা	১০২	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	-	-
১০৩			মনোহরদী	১০৩	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	-	-
১০৪	ময়মনসিংহ বিভাগ (৪)	২২. জামালপুর	ইসলামপুর	১০৪	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৭৮	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
১০৫			দেওয়ানগঞ্জ	১০৫	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৭৯	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
১০৬			মাদারগঞ্জ	১০৬	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৮০	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
১০৭			সরিষাবাড়ী	১০৭	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৮১	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
১০৮	খুলনা বিভাগ (৫)	২৩. খুলনা	বটিয়াঘাটা	১০৮	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৮২	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
১০৯			দিঘলিয়া	১০৯	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৮৩	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ

ক্র: নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা	ক্র: নং	কার্যক্রম	ক্র: নং	কার্যক্রম
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১১০			রূপসা	১১০	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৮৪	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
১১১			তেরখাদা	১১১	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৮৫	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
১১২			দাকোপ	১১২	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৮৬	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
১১৩		২৪. বাগেরহাট	মংলা	১১৩	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৮৭	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
১১৪			মোড়েলগঞ্জ	১১৪	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৮৮	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
১১৫			শরণখোলা	১১৫	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৮৯	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
১১৬			কচুয়া	১১৬	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৯০	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
১১৭		২৫. কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর	১১৭	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৯১	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
১১৮			দৌলতপুর	১১৮	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৯২	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
১১৯			কুমারখালী	১১৯	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৯৩	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
১২০			ভেড়ামারা	১২০	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৯৪	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
১২১			মিরপুর	১২১	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৯৫	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
১২২	রাজশাহী বিভাগ (৬)	২৬. রাজশাহী	বাঘা	১২২	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৯৬	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
১২৩			পবা	১২৩	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৯৭	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
১২৪			চারঘাট	১২৪	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৯৮	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
১২৫			গোদাগাড়ী	১২৫	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	৯৯	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
১২৬		২৭. নাটোর	লালপুর	১২৬	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	১০০	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
১২৭		২৮. পাবনা	পাবনা সদর	১২৭	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	-	-
১২৮			ঈশ্বরদী	১২৮	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	১০১	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
১২৯			বেড়া	১২৯	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	১০২	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
১৩০			সুজানগর	১৩০	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	১০৩	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
১৩১		২৯. সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর	১৩১	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	১০৪	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
১৩২			বেলকুচি	১৩২	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	১০৫	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
১৩৩			কাজিপুর	১৩৩	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	১০৬	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ
১৩৪			চৌহালি	১৩৪	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	১০৭	বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ

* গেজেট দ্বারা পরিবর্তিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য অধিদপ্তর
পরিচালকের কার্যালয়
ভবন, রমনা, ঢাকা

২.০ মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে গঠিত কমিটি ও কার্যপরিধি

মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে এবং উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে প্রকল্পের ডিপিপিতে ০৩ (তিন) টি কমিটি রয়েছে। যথা:

২.১ জেলা প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটি (District Project Management Committee-DPMC)
২.২ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (Upazilla Project Implementation Committee -UPIC)
২.৩ ইলিশ অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি (Hilsa Sanctuary Management Committee -HSMC)

বর্ণিত ০৩ টি কমিটির রুপরেখা ও কার্যপরিধি নিম্নরুপঃ

২.১ জেলা প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটি (District Project Management Committee-DPMC)

প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি তদারকী করার জন্য মূলত জেলা প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটি। প্রকল্পের নির্ধারিত বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা এবং গাইডলাইন অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা এই কমিটি তা তদারকী করবে। জেলা প্রশাসককে সভাপতি করে ও নিম্নলিখিত সদস্যগণের সমন্বয়ে এই কমিটি গঠিত।

ক্রমিক নং	কর্মকর্তাগণের পদবী	কমিটিতে পদবী
১	ডেপুটি কমিশনার/জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২	পুলিশ সুপার	সদস্য
৩	উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৪	জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
৫	জেলা আনসার এডজুটেন্ট	সদস্য
৬	উপপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য
৭	জেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
৮	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

২.১.১ জেলা প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধি

- প্রকল্প বাস্তবায়নে উপজেলা প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;
- প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
- প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান;
- উপজেলার সকল প্রকার সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন তদারকী;
- জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন প্রচারণামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ;
- মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য যে কোন কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ;
- অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন;
- কমিটি কমপক্ষে প্রতি তিন মাসে একবার সভা করবে;
- প্রয়োজনে কমিটি যে কোনো সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

২.২ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (Upazilla Project Implementation Committee -UPIC)

প্রকল্পভূক্ত প্রতিটি উপজেলায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন ও তদারকী করবে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সভাপতি করে ও নিম্নলিখিত সদস্যগণের সমন্বয়ে এই কমিটি গঠিত।

ক্রমিক নং	কর্মকর্তাগণের পদবী	কমিটিতে পদবী
১	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	সভাপতি
২	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
৩	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
৪	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য
৫	থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)	সদস্য
৬	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য
৭	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
৮	উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা	সদস্য
৯	একজন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান (উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১০	একজন জেলে সমিতির প্রতিনিধি (সিনিয়র উপজেলা / উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১১	সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

২.২.১ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির কার্যপরিধি

- সুফলভোগী ইলিশ জেলেদের তালিকা তৈরীতে সহযোগিতা দান;
- প্রকল্প আওতাভুক্ত ক্রয়ের ক্ষেত্রে (এআইজিএ উপকরণ সংক্রান্ত) ক্রয় প্রক্রিয়ায় সহায়তা দান;
- জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষায় গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- ইলিশ অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা জোরদার করার জন্য বাৎসরিক ব্যবস্থাপনা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ এবং বাস্তবায়ন;
- নিষিদ্ধ সময়ে অবৈধভাবে জাটকা ও মা ইলিশ ধরা বন্ধ করার জন্য মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন;
- জাটকা ও মা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ সময়ের পূর্বে জেলে পল্লীতে সচেতনতা সভার আয়োজন;
- র‍্যালী, সচেতনতা সভা, মাইকিংসহ অন্যান্য প্রচার প্রচরণার উদ্যোগ গ্রহণ;
- বিভিন্ন প্রকার অভিযান, ভ্রাম্যমান আদালত, সমন্বিত বিশেষ অভিযান পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ এবং
- সুফলভোগী জেলে সম্প্রদায়কে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান।

২.৩ ইলিশ অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি (Hilsa Sanctuary Management Committee -HSMC)

ইলিশ অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদার করার জন্য অভয়াশ্রম সংশ্লিষ্ট উপজেলায় স্থানীয় সংসদ সদস্য ও উপজেলা চেয়ারম্যানসহ উপজেলার সকল সংস্থার প্রতিনিধির সমন্বয়ে ১টি করে ইলিশ অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে। ইলিশ অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণের ফলে জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষার পাশাপাশি জলাশয়ের জীববৈচিত্র্য এবং আবাস্থলের উন্নয়ন ঘটবে। কমিটির গঠন নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তাগণের পদবী	কমিটিতে পদবী
১	মাননীয় সংসদ সদস্য (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)	প্রধান উপদেষ্টা
২	উপজেলা চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট)	উপদেষ্টা
৩	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	সভাপতি
৪	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য
৫	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
৬	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
৭	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
৮	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৯	ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন)	সদস্য
১০	একজন জেলে সমিতির প্রতিনিধি (সিনিয়র উপজেলা /উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১১	সিনিয়র উপজেলা /উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মৎস্য অধিদপ্তর ভবন, রমনা, ঢাকা পরিচালকের কার্যালয়

২.৩.১ ইলিশ অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধি

- জাটকা ও মা ইলিশ এবং অভয়াশ্রমে মাছ আহরণ নিষিদ্ধ সময়ের পূর্বে বিদ্যমান ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির সাথে সমন্বয় করে বাৎসরিক ব্যবস্থাপনা কৌশল নির্ধারণ করবেন;
- জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষায় সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাট- বাজার, মাছ ঘাট, মৎস্য আড়ত ও জেলে পল্লীতে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
- অভয়াশ্রমে সকল ধরণের মাছ আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে বিশেষ পেট্রোলিং এর উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। এতদসংক্রান্ত স্থানীয় ইউনিয়ন টাস্কফোর্স কমিটির সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন;
- জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষার নিমিত্ত বেহুন্দি জাল, কারেন্ট জালসহ অন্যান্য অবৈধ জাল উৎপাদন ও বিপণন এবং ব্যবহার বন্ধে আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ভ্রাম্যমান আদালত, সম্মিলিত বিশেষ অভিযান, বিশেষ অপারেশন ও অভিযান পরিচালনার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৩.০ প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহের বিবরণ

৩.১ জেলেদের বিকল্প উপায়ে জীবিকা নির্বাহের জন্য সহায়তা প্রদান (বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি)

৩.১.১ ভূমিকা

আমাদের দেশের জেলে সম্প্রদায় বিশেষত: জাটকা ও ইলিশ জেলেরা সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র শ্রেণির সদস্য। মাছ ধরা ছাড়া তাদের জীবিকার আর বিকল্প কোনো উৎস নেই। আমরা জানি, মৎস্য সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী ০১ নভেম্বর হতে ৩০ জুন পর্যন্ত দেশের সকল নদী, উপকূল ও সাগরে জাটকা ধরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়াও ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে সরকার ঘোষিত ২২ (বাইশ) দিন সারা দেশব্যাপী ইলিশ আহরণ বন্ধ থাকে। এই নিষিদ্ধ সময়ে দরিদ্র জেলেরা অর্ধাহারে অনাহারে তাদের দিন কাটায়। তখন সংসার চালানোর জন্য তারা মহাজন বা দাদনদার এর কাছ থেকে টাকা ধার করে। তারা অনেকটা দিনমজুরের মতো মহাজনের নৌকা ও জাল নিয়ে মাছ ধরে। ফলে জেলেরা মহাজন বা দাদনদার এর আদেশ নির্দেশ শুনতে বাধ্য হয়। ঋণের কিস্তি পরিশোধ করার জন্য জেলেরা নিষিদ্ধ সময়ে জাল ও নৌকা নিয়ে অবৈধভাবে মাছ আহরণে লিপ্ত হয়। জেলেদের এই অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রকল্প থেকে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে নিরীহ জাটকা ও ইলিশ জেলেদের স্বাবলম্বী করা তথা নিষিদ্ধ সময়ে তাদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। এই লক্ষ্যে প্রকল্পের মাধ্যমে জাটকা সমৃদ্ধ উপজেলা হতে অতিদরিদ্র জেলেদের শনাক্ত করে তাদের চাহিদার ভিত্তিতে এলাকার জন্য উপযোগী বিকল্প অন্য পেশায় নিয়োজিত করার সুযোগ রাখা হয়েছে। বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য এককালীন ২৫,০০০.০০ (পঁচিশ হাজার) টাকার উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হবে। প্রকল্প মেয়াদে ইলিশ আহরণকারী মোট ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টি জেলে পরিবারকে এই সহায়তা প্রদান করা হবে। তবে প্রকল্পের শর্তানুযায়ী যে সকল জেলে ইতোমধ্যে অন্য কোনো সংস্থা বা এনজিও হতে বিকল্প কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রাপ্ত হয়েছেন তারা এই সহায়তা পাবেন না। সুফলভোগীদের তালিকা তৈরী ও তাদের বেইজলাইন সার্ভের কাজটি প্রকল্পে নিয়োজিত সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা ও ক্ষেত্র সহকারীগণ করবেন। তাদের প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করবেন উপজেলা মৎস্য দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ। তবে প্রকল্পের জনবল নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত উপজেলা মৎস্য দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ সুফলভোগীদের তালিকা তৈরী ও তাদের বেইজলাইন সার্ভের কাজটি করবেন।

৩.১.২ সুফলভোগী নির্বাচনের মানদন্ড

(১) মৎস্য অধিদপ্তরের জেলে কার্ডধারী (FID)/নিবন্ধিত প্রকৃত জেলে হতে হবে;
(২) দুস্থ, প্রান্তিক ও ভূমিহীন বা নদী ভাংগনে ক্ষতিগ্রস্ত জেলে অগ্রাধিকার প্রাপ্য হবেন;
(৩) যে সকল জেলের নিজস্ব জাল/নৌকা নেই এমন জেলে অগ্রাধিকার পাবেন;
(৪) সারাবছর প্রধানতঃ ইলিশ আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে এমন জেলে; এবং
(৫) ইতোমধ্যে কোন সরকারি/বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও থেকে বিকল্প কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রাপ্ত হননি এমন জেলে।

৩.১.৩ সুফলভোগী নির্বাচন পদ্ধতি

মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সুফলভোগী নির্বাচনের মানদন্ড অনুযায়ী সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা নির্ধারিত ফর্মে বেইজলাইন সার্ভে (ফরম সংযুক্ত) করে সুফলভোগীর একটি প্রাথমিক তালিকা প্রণয়ন করতঃ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে উপস্থাপন করবেন। সংশ্লিষ্ট সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা অনুমোদিত প্রাথমিক তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বরাবরে প্রেরণ করবেন। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা নিম্নোক্ত **"সুফলভোগী যাচাই বাছাই কমিটি"** এর মাধ্যমে সুপারিশসহ তালিকা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রকল্প পরিচালকের নিকট প্রেরণ করবেন। প্রকল্প পরিচালক সুফলভোগীদের তালিকা চূড়ান্ত অনুমোদন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৩.১.৪ সুফলভোগী যাচাই বাছাই কমিটি

ক্রমিক নং	কর্মকর্তাগণের পদবী	কমিটিতে পদবী
১	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সভাপতি
২	জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
৩	জেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
৪	উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
৫	সংশ্লিষ্ট সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

কার্যপরিধিঃ

- বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে উপকরণ সহায়তা ও বৈধ জাল বিতরণের ক্ষেত্রে উপজেলা থেকে প্রাপ্ত অনুমোদিত সুফলভোগীর প্রাথমিক তালিকা সুফলভোগী নির্বাচনের মানদন্ড ও উপযোগিতার ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই করে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করবেন।

৩.১.৫ বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন উপকরণ

ক্র.নং	উপকরণের বিবরণ	মন্তব্য
১	সেলাই মেশিন	১ জন সুফলভোগীর জন্য এবং পরিচালনার জন্য প্রাথমিক বিনিয়োগ ব্যয়সহ
২	ভ্যান/রিকসা	১ জন সুফলভোগীর জন্য এবং পরিচালনার জন্য সংরক্ষণও মেরামত ব্যয়সহ
৩	ছাগল/ভেড়া (২ টি স্ত্রী কমপক্ষে ৪ মাস বয়সের)	১ জন সুফলভোগীর জন্য এবং খোয়ার তৈরি ও খাদ্য এবং ঔষধ ক্রয় ব্যয়সহ
৪	হাঁস/মুরগি (১০ টি উন্নত জাতের কমপক্ষে ৪ মাস বয়সের)	১ জন সুফলভোগীর জন্য এবং খোয়ার তৈরি ও খাদ্য এবং ঔষধ ক্রয় ব্যয়সহ
৫	ডিস্কেলিং মেশিন/ফিশ চপিং মেশিন	৪ জন সুফলভোগীর গ্রুপে ১টি করে মেশিন বিতরণ এবং পরিচালনার জন্য প্রাথমিক বিনিয়োগ ব্যয়সহ

* এছাড়াও বাস্তবতার নিরিখে স্থানীয় সুফলভোগীদের চাহিদা মোতাবেক ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে নতুন উপকরণ (খাঁচায় মাছ চাষ, জাল বুনন, গরু পালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি) সংযোজন করা যেতে পারে।

৩.১.৬ উপকরণ নির্বাচন ও বিতরণের ক্ষেত্রে নির্দেশনাবলি

১ স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য/মন্ত্রণালয়/সংস্থার প্রতিনিধি/জনপ্রতিনিধি/ স্থানীয় প্রশাসন ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে উপকরণ বিতরণ সম্পন্ন করতে হবে।

২ অনুমোদিত সুফলভোগী সদস্য ইতোমধ্যে কোন সরকারি/বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও থেকে বিকল্প কর্মসংস্থানে সহায়তা পায়নি মর্মে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি থেকে প্রত্যয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

৩ বিকল্প কর্মসংস্থান বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল অনুযায়ী উপকরণ সরবরাহের পূর্বে অনুমোদিত সুফলভোগীদের প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

৪ একই উপজেলায় একই ধরণের উপকরণ সুফলভোগীর মোট সংখ্যার সর্বোচ্চ ৪০% বিতরণ করতে পারবে তবে যে সকল উপকরণে ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের সুযোগ আছে যেমনঃ গরু, ছাগল, সেলাই মেশিন, ডিস্কেলিং মেশিন ইত্যাদি ক্ষেত্রে শর্তটি শিথিলযোগ্য।

৫ যে সকল সুফলভোগীকে বিকল্প কর্মসংস্থানের উপকরণ প্রদান করা হবে তাদের সাথে সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য দপ্তর চুক্তিনামা করবে। এতদসংক্রান্ত চুক্তিনামা (সংযুক্তি) স্বাক্ষরপূর্বক বিকল্প কর্মসংস্থানের উপকরণ গ্রহণ করবেন।

৬ উপকরণ বিতরণের স্থিরচিত্র, ভিডিও ও বিতরণ মাস্টাররোল (নিম্নবর্ণিত ছক মোতাবেক) সংশ্লিষ্ট উপজেলা দপ্তরে সংরক্ষণপূর্বক সচিত্র প্রতিবেদন প্রকল্প দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

উপজেলাঃ জেলাঃ বিভাগঃ

ক্রমিক নং	গ্রহণকারীর নাম, পিতার নাম ও মাতার নাম	গ্রাম ও ইউনিয়ন	জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (NID)	জেলে নিবন্ধন নম্বর (FID)	মোবাইল নম্বর	উপকরণের নাম ও সংখ্যা	গ্রহণকারীর স্বাক্ষর/টিপসই
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

৩.২ বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সুফলভোগী প্রশিক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় মোট ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টি জেলে পরিবারকে বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে উপকরণ প্রদান করা হবে। উপকরণসমূহের যথাযথ ব্যবহার এবং উপকরণ প্রদানের উদ্দেশ্যকে সফলকাম করতে সুফলভোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ০৩ (তিন) দিন মেয়াদে ১৮,০০০ (আঠারো হাজার) জন সুফলভোগীকে মৎস্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কিংবা উপযুক্ত কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ প্রশিক্ষকের মাধ্যমে হাতে-কলমে উপকরণ ভিত্তিক আবাসিক ও বাস্তবতার নিরিখে এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতে উপযুক্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণার্থীদের মোবাইল নম্বরসহ প্রতিটি প্রশিক্ষণের তথ্যাদি ডাটাবেজের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হবে ।

৩.২.২ প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে নির্দেশনাবলি

১. শুধুমাত্র বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রমে অনুমোদিত সুফলভোগীদের ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুফলভোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি উপকরণসমূহের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

২. উপকরণ বিতরণের জন্য অনুমোদিত সুফলভোগী জেলেদের ট্রেডভিত্তিক মৎস্য অধিদপ্তর ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ মডিউল অনুযায়ী আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

৩. মৎস্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়নে মৎস্য অধিদপ্তর ও উপযুক্ত কোনো সরকারি/বেসরকারি সংস্থার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ প্রশিক্ষকের মাধ্যমে হাতে-কলমে ট্রেডভিত্তিক ০৩ (তিন) দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৪. প্রশিক্ষণ শুরুর কমপক্ষে ০৭ (সাত) দিন পূর্বে প্রকল্প দপ্তরে প্রশিক্ষণ সিডিউল প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

৫. ট্রেডভিত্তিক প্রতিটি প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীদের তথ্যাদি মৎস্য অধিদপ্তরের ডাটাবেজে আপলোডের মাধ্যমে সংরক্ষণ করতে হবে।

৬. সুফলভোগী স্বয়ং অথবা স্বামী/স্ত্রী/সন্তানদের একজনকে তাঁর সম্মতিক্রমে প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে নির্বাচন করা যাবে।

৭. প্রশিক্ষণ পরবর্তী স্ব-চিত্র প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দপ্তরে সংরক্ষণ করত: প্রকল্প দপ্তরে প্রেরণ করবেন।

৩.৩ বৈধ জাল বিতরণ

প্রকল্পের আওতায় ০৭ (সাত) টি জেলা যথা বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর এবং নোয়াখালী জেলায় পাইলট আকারে ৩০ (ত্রিশ) টি গ্রামে মোট ১০,০০০ (দশ হাজার) টি জেলে পরিবারকে ১০,০০০ (দশ হাজার) টি বৈধ জাল প্রদান করা হবে।

৩.৩.১ বৈধ জাল বিতরণে জেলে গ্রাম/জেলে পল্লী/এলাকা নির্বাচনের মানদন্ড

- বেশী সংখ্যক জেলে বাস করে এমন জেলে গ্রাম/জেলে পল্লী/এলাকা অগ্রাধিকার পাবে ।
- ইলিশ আহরণের সাথে জড়িত জেলে অধ্যুষিত গ্রাম/এলাকাকে প্রাধান্য দিতে হবে।
- নদী/ ইলিশ অভয়াশ্রম সংলগ্ন জেলে গ্রাম/এলাকা অগ্রাধিকার পাবে ।
- মৎস্য সংরক্ষণ আইন মেনে চলবে এবং ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণে সহায়তা করবে এমন জেলে গ্রাম/জেলে পল্লী/এলাকা অগ্রাধিকার পাবে ।

৩.৩.২ বৈধ জাল বিতরণে সুফলভোগী নির্বাচনের মানদন্ড

- মৎস্য অধিদপ্তরের জেলে কার্ডধারী (FID)/নিবন্ধিত প্রকৃত জেলে হতে হবে;
- দুস্থ, প্রান্তিক ও ভূমিহীন বা নদী ভাংগনে ক্ষতিগ্রস্ত জেলে অগ্রাধিকার প্রাপ্য হবেন;
- মাছ আহরণ করে এমন সক্ষম জেলে;
- ০১ (এক) টি পরিবার একটি জাল পাবে এবং পরিবারে নন্যূতম ০৩ (তিন) জন সদস্য থাকতে হবে;
- সারাবছর প্রধানতঃ ইলিশ আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে এমন জেলে অগ্রাধিকার পাবেন;
- নৌকার আকার অনুযায়ী চাহিদা ভিত্তিক ও প্রয়োজনীয়তার নিরীখে ০২ (দুই) থেকে সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) টি জেলে পরিবারকে গ্রুপ ভিত্তিতে পরিবার প্রতি সমমূল্যের জাল প্রদান করা যাবে।

৩.৩.৩ বৈধ জাল বিতরণে গ্রাম/জেলে পল্লী/এলাকা ও সুফলভোগী নির্বাচন পদ্ধতি

- প্রকল্পের আওতাভূক্ত সংশ্লিষ্ট উপজেলার সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জেলে গ্রাম/জেলে পল্লী/এলাকা নির্বাচনের মানদন্ড অনুযায়ী জেলে গ্রাম/জেলে পল্লী/এলাকার একটি প্রাথমিক তালিকা প্রণয়ন করে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে উপস্থাপন করবেন এবং অনুমোদিত প্রাথমিক তালিকা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বরাবর প্রেরণ করবেন। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা জেলা প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনসহ তালিকাটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রকল্প পরিচালকের নিকট প্রেরণ করবেন। প্রকল্প পরিচালক চূড়ান্ত অনুমোদন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

- সুফলভোগী নির্বাচনের মানদন্ড অনুযায়ী সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সুফলভোগীর একটি প্রাথমিক তালিকা প্রণয়ন করত: উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে উপস্থাপন করবেন। সংশ্লিষ্ট সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা অনুমোদিত প্রাথমিক তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বরাবরে প্রেরণ করবেন। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা **"সুফলভোগী যাচাই বাছাই কমিটি"** এর মাধ্যমে সুপারিশসহ তালিকা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রকল্প পরিচালকের নিকট প্রেরণ করবেন। প্রকল্প পরিচালক সুফলভোগীদের তালিকা চূড়ান্ত অনুমোদন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৩.৩.৪ বৈধ জাল বিতরণের ক্ষেত্রে নির্দেশনাবলি

(১) স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য/মন্ত্রণালয়/সংস্থার প্রতিনিধি/জনপ্রতিনিধি/ স্থানীয় প্রশাসন ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে বৈধ জাল বিতরণ সম্পন্ন করতে হবে।

(২) যে সকল সুফলভোগীকে বৈধ জাল প্রদান করা হবে তাদের সাথে সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য দপ্তর চুক্তিনামা করবে। এতদসংক্রান্ত চুক্তিনামা (সংযুক্তি) স্বাক্ষরপূর্বক বৈধ জাল গ্রহণ করবেন।

(৩) বৈধ জাল বিতরণের স্থিরচিত্র, ভিডিও ও বিতরণ মাস্টাররোল সংশিষ্ট দপ্তরে সংরক্ষণপূর্বক সচিত্র প্রতিবেদন প্রকল্প দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

৩.৪ মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন

- দেশের ইলিশ সম্পদ ধ্বংসের এবং উৎপাদন কমে যাওয়ার পেছনে যে কারণগুলো রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নির্বিচারে ক্ষতিকর জাল ও সরঞ্জাম দিয়ে জাটকা ও মা ইলিশ আহরণ। যদি এই ক্ষতিকর অবৈধ জাল ও সরঞ্জাম নির্মূল না করা যায় তাহলে ইলিশের কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হবে। তাই প্রকল্পের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণের মাধ্যমে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি করা। এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ নদী, মাছ বাজার, মাছঘাট, হাট, আড়ত ইত্যাদিতে অভিযান পরিচালনা করা অপরিহার্য। তাই প্রকল্পে জাটকা এবং মা ইলিশ ধরা নিষিদ্ধ সময়ে জেলেদের অবৈধ মাছ ধরা বন্ধে বিভিন্ন ধরনের কম্বিং অপারেশন, ক্র্যাশ প্রোগ্রাম এবং অভিযান পরিচালনার সংস্থান রাখা হয়েছে।

- "সম্মিলিত বিশেষ অভিযান" সফলভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রকল্পে মৎস্য সম্পদ ধ্বংসকারী অবৈধ জাল নির্মূলকরণে বিশেষ ক্র্যাশ কার্যক্রম পরিচালনার সংস্থান রাখা হয়েছে। কেননা কেবলমাত্র রুটিন মাফিক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও অভিযান বাস্তবায়ন করে উপকূলীয় মৎস্য সম্পদের সহনশীল উৎপাদন বজায় রাখা সম্ভব নয়। এই ধ্বংসাত্মক অপতৎপরতার ফলে কেবল পোনা মাছ অবাধে ধরা হচ্ছে তাই না এসব মাছের আবাসস্থল, নার্সারি গ্রাউন্ড, ব্রিডিং গ্রাউন্ডও নষ্ট হচ্ছে। প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী জাটকা এবং অন্যান্য মাছের পোনা রক্ষায় দেশের ১৪ (চৌদ্দ) টি জেলার ৭১ (একাত্তর) টি উপজেলায় বিশেষ সম্মিলিত অভিযান বাস্তবায়িত হবে। এ লক্ষ্যে প্রকল্প মেয়াদে মোট ১২৭৮ (এক হাজার দুইশত আটাত্তর) টি বিশেষ সম্মিলিত অভিযান বাস্তবায়ন করা হবে। একটি অপারেশন সাধারণত: ১৫ (পনের) দিন চলবে। উপকূলীয় মৎস্য সম্পদ রক্ষায় এই বিশেষ অভিযানে মৎস্য অধিদপ্তরের পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থা যেমন জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, নৌ বাহিনী এবং কোস্টগার্ড সম্মিলিতভাবে কাজ করবে।

- এলাকা ভিত্তিক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও বিশেষ সম্মিলিত অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষায় নিষিদ্ধ সময়ে ব্যাপক অভিযান পরিচালনা করা হবে। এই প্রকল্পের আওতায় দেশের ২৯ (ঊনত্রিশ) টি জেলার ১৩৪ (একশত চৌত্রিশ) টি উপজেলায় ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে সরকার ঘোষিত ২২ (বাইশ) দিন মা ইলিশ ধরা এবং নভেম্বর-জুন ০৮ (আট) মাস জাটকা ধরা নিষেধাজ্ঞার সময়ে বিশেষ মোবাইল কোর্ট/অভিযান পরিচালিত হবে। প্রকল্প মেয়াদে ২২ (বাইশ) দিন মা ইলিশ সংরক্ষণে ৩,২১৬ (তিন হাজার দুইশত ষোল) টি এবং জাটকা সংরক্ষণে ১৩,৪০০ (তের হাজার চারশত) টি নদী, মোহনা, মাছ ঘাট, মাছ বাজার, আড়ৎ ইত্যাদিতে মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন করা হবে।

৩.৪.৩ মৎস্য সম্পদ ধ্বংসকারী অবৈধ জাল নির্মূলকরণে " সম্মিলিত বিশেষ অভিযান" পরিচালনার জন্য নির্বাচিত জেলা ও উপজেলাসমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলার নাম	উপজেলার সংখ্যা	উপজেলার নাম
১	২	৩	৪	৬
১.	বরিশাল	ভোলা	০৭	(১) চরফ্যাশন (২) বোরহানউদ্দিন (৩) মনপুরা (৪) তজুমদ্দিন (৫) ভোলা সদর (৬) লালমোহন ও (৭) দৌলতখান
২.		পটুয়াখালী	০৮	(১) পটুয়াখালী সদর (২) কলাপাড়া (৩) বাউফল (৪) গলাচিপা (৫) মির্জাগঞ্জ (৬) দশমিনা (৭) দুমকী ও (৮) রাঙ্গাবালি
৩.		বরগুনা	০৬	(১) পাথরঘাটা (২) আমতলী (৩) তালতলী (৪) বেতাগী (৫) বামনা এবং (৬) বরগুনা সদর
৪.		পিরোজপুর	০৭	(১) মঠবাড়িয়া (২) ভান্ডারিয়া (৩) পিরোজপুর সদর (৪) নেছারাবাদ (৫) কাউখালী (৬) নাজিরপুর ও (৭) জিয়ানগর
৫.		ঝালকাঠি	০৪	(১) ঝালকাঠি সদর (২) কাঠালিয়া (৩) রাজাপুর ও (৪) নলছিটি
৬.		বরিশাল	০৯	(১) বরিশাল সদর (২) মেহেন্দীগঞ্জ (৩) হিজলা (৪) মুলাদি (৫) বাকেরগঞ্জ (৬) বাবুগঞ্জ (৭) গৌরনদী (৮) বানারীপাড়া ও (৯) উজিরপুর
	উপমোট	০৬ টি	৪১ টি	
	চট্টগ্রাম	চাঁদপুর	০৩	(১) চাঁদপুর সদর (২) মতলব উত্তর ও (৩) হাইমচর
৭.		চট্টগ্রাম	০৬	(১) আনোয়ারা (২) সন্দ্বীপ (৩) মীরসরাই (৪) সীতাকুন্ডু (৫) চট্টগ্রাম মহানগর ও (৬) বাঁশখালী
৮.		লক্ষ্মীপুর	০৪	(১) লক্ষ্মীপুর সদর (২) রামগতি (৩) কমলনগর ও (৪) রায়পুর
৯.		কক্সবাজার	০৮	(১) কক্সবাজার সদর (২) মহেশখালী (৩) কুতুবদিয়া
১০.	উপমোট	০৪টি	২১টি	
১১.	খুলনা	খুলনা	০৩	(১) রুপসা (২) বটিয়াঘাটা ও (৩) দাকোপ
১২.		বাগেরহাট	০২	(১) শরণখোলা ও (২) মোংলা
	উপমোট	০২টি	০৫টি	
১৩.	ঢাকা	মাদারীপুর	০১	(১) শিবচর
১৪.		শরীয়তপুর	০৩	(১) ভেদরগঞ্জ (২) গোসাইর হাট ও (৩) নড়িয়া
	উপমোট	০২টি	০৪টি	
মোট	বিভাগ: ৪টি	জেলা: ১৪টি	উপজেলা: ৭১টি	

- মোট ১৪ (চৌদ্দ) টি জেলা এবং ৭১ (একাত্তর) টি উপজেলায় সম্মিলিত বিশেষ অভিযান পরিচালিত হবে।

৩.৫ সচেতনতামূলক কার্যক্রম

- সহনশীল ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা বজায় রাখতে যথাযথভাবে জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষা করতে হবে। কেবল আইন প্রয়োগ, জেল-জরিমানা করে এই সম্পদ রক্ষা করা যাবে না। এজন্য চাই সর্বস্তরের মানুষের গণসচেতনতা। এ লক্ষ্যে জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষায় প্রকল্প হতে ব্যাপক গণসচেতনতা কার্যক্রমের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর আওতায় ইলিশ ক্যালেন্ডার, পোস্টার, লিফলেট, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, ভিডিও ডকুমেন্টারি, টকশো, পথনাটকসহ আরও নানা প্রকার প্রচারণামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। এই সকল সচেতনতামূলক কার্যক্রম প্রকল্প আওতাভুক্ত জেলা ও উপজেলায় নিবিড়ভাবে বাস্তবায়িত হবে।

- জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে (নভেম্বর থেকে জুন) ৮ (আট) মাসব্যাপী এবং মা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে ২২ (বাইশ) দিন প্রকল্প এলাকার জেলেপল্লীতে সচেতনতামূলক সভা, ইলিশ রক্ষা সংক্রান্ত ভিডিও প্রদর্শন, মৎস্য সংরক্ষণ আইন সংক্রান্ত তথ্যচিত্র প্রদর্শনের উদ্যোগ নেয়া হবে। প্রকল্পভুক্ত ২৯ (উনত্রিশ) টি জেলার ১৩৪ (একশত চৌত্রিশ) টি উপজেলায় ০১ (এক) দিনব্যাপী প্রতি বছরে ০২ (দুই) টি করে মোট ১০৭২ (এক হাজার বাহাত্তর) টি এবং ০৬ (ছয়) টি ইলিশ অভয়াশ্রমে ০২ (দুই) মাস সব ধরনের মাছ ধরা যেন বন্ধ থাকে তার জন্য অভয়াশ্রম সংশ্লিষ্ট ১৫৪ (একশত চুয়ান্ন) টি ইউনিয়নে প্রকল্প মেয়াদে ০১ (এক) দিনব্যাপী প্রতি বছরে ০২ (দুই) টি করে মোট ১২৩২ (এক হাজার দুইশত বত্রিশ) টি সচেতনতামূলক সভা আয়োজন করা হবে।

৩.৫.১. ইলিশ অভয়াশ্রমের চারপাশে অবস্থিত ইউনিয়নসমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন ক্রম নং	ইউনিয়নের নাম	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১.	ভোলা	১. ভোলা সদর	১.	শিবপুর	
			২.	কাচিয়া	
			৩.	পূর্বইলিশা	
			৪.	পশ্চিম ইলিশা	
			৫.	রাজাপুর	
			৬.	ভেলুমিয়া	
			৭.	ভেদুরিয়া	
			৮.	উত্তর দিঘলদী	
			৯.	দক্ষিণ দিঘলদী	
			১০.	চরস্যামাইয়া	
			১১.	ধনিয়া	
		২. চরফ্যাশন	১২.	আসলামপুর	
			১৩.	চরমাদ্রাজ	
			১৪.	নীলকমল	
			১৫.	নুরাবাদ	
			১৬.	চরকলমী	
			১৭.	চরমানিকা	
			১৮.	হাজারীগঞ্জ	
			১৯.	কুকরী মুকরী	
			২০.	নজরুল নগর	
			২১.	মুজিবনগর	
			২২.	ঢালচর	
			২৩.	ওমরপুর	
			২৪.	রসুলপুর	
			২৫.	জাহানপুর	
			২৬.	আহমদপুর	
		৩. দৌলতখান	২৭.	হাজীপুর	
			২৮.	সৈয়দপুর	
			২৯.	ভবানীপুর	
			৩০.	দৌলতখান পৌরসভা	
			৩১.	চরপাতা	
			৩২.	মেদুয়া	
			৩৩.	মদনপুর	
			৩৪.	দক্ষিণ জয়নগর	
		৪. বোরহানউদ্দিন	৩৫.	গংগাপুর	
			৩৬.	দেউলা	
			৩৭.	সাচড়া	
			৩৮.	হাসান নগর	
			৩৯.	পক্ষিয়া	
			৪০.	বড়মানিকা	
		৫. তজুমদ্দিন	৪১.	সোনাপুর	
			৪২.	চাঁদপুর	
			৪৩.	মলংচড়া	
			৪৪.	চাঁচড়া	
		৬. মনপুরা	৪৫.	হাজীরহাট	

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন ক্রম নং	ইউনিয়নের নাম	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
			৪৬.	দক্ষিণ সাকুচিয়া	
			৪৭.	উত্তর সাকুচিয়া	
			৪৮.	মনপুরা	
		৭. লালমোহন	৪৯.	লর্ডহার্ডিংস	
			৫০.	বদরপুর	
			৫১.	ফরাশগঞ্জ	
			৫২.	পশ্চিম চরউমেদ	
			৫৩.	ধলিগৌর নগর	
২.	পটুয়াখালী	৮. বাউফল	৫৪.	ধলিয়া	
			৫৫.	কেশবপুর	
			৫৬.	নাজিরপুর	
			৫৭.	চাঁন্দ্রদ্বীপ	
			৫৮.	কালাইয়া	
		৯. দশমিনা	৫৯.	দশমিনা	
			৬০.	বাশবাড়িয়া	
			৬১.	রনগোপালদী	
			৬২.	চরবোরহান	
		১০. গলাচিপা	৬৩.	পানপট্টি	
			৬৪.	বানাটতলি	
			৬৫.	উলানিয়া	
			৬৬.	চরকাজল	
			৬৭.	চরবিশ্বাস	
		১১. কলাপাড়া	৬৮.	মহিপুর	
			৬৯.	নীলগঞ্জ	
			৭০.	ধালবুগঞ্জ	
			৭১.	চকামইয়া	
			৭২.	লালুয়া	
		১২.রাঙ্গাবালি	৭৩.	চরমমতাজ	
			৭৪.	ছোট বাইসাদিয়া	
৩.	লক্ষ্মীপুর	১৩. লক্ষ্মীপুর গদর	৭৫.	চররমানী	
			৭৬.	চররুহিতা	
			৭৭.	টুমচর	
			৭৮.	শাকচর	
			৭৯.	ভবানীগঞ্জ	
		১৪. রায়পুর	৮০.	১ নং উত্তর চর আবাবিল	
			৮১.	২নং উত্তর চরবংশী	
			৮২.	৮নং দক্ষিণ চরবংশী	
			৮৩.	৯নং দক্ষিণ চর আবাবিল	
		১৫. কমলনগর	৮৪.	চরকালকিনি	
			৮৫.	সাহেবের হাট	
			৮৬.	চর ফলকন	
			৮৭.	পাটারির হাট	
		১৬. রামগতি	৮৮.	চর রমিজ	
			৮৯.	চর আবদুল্যাহ	
			৯০.	চর আলগী	
			৯১.	চর আলেকজান্ডার	
			৯২.	রামগতি পৌরসভা	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ মৎস্য অধিদপ্তর ভবন, রমনা, ঢাকা পরিচালকের কার্যালয়

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন ক্রম নং	ইউনিয়নের নাম	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
			৯৩.	চর গাজী	
			৯৪.	বড়খেরী	
৪.	চাঁদপুর	১৭. চাঁদপুর সদর	৯৫.	বিষ্ণ্রপুর	
			৯৬.	কল্যাণপুর	
			৯৭.	৭নং তরপুর	
			৯৮.	১০নং লক্ষ্মীপুর মডেল	
			৯৯.	১১নং ইব্রাহীমপুর	
			১০০.	১২নং চন্দ্রা	
			১০১.	১৩নং হানারচর	
			১০২.	১৪নং রাজরাজেশ্বর	
			১০৩.	চাঁদপুর পৌরসভা	
		১৮. মতলব উত্তর	১০৪.	ষাটনল	
			১০৫.	মোহনপুর	
			১০৬.	একলাসপুর	
			১০৭.	জাহিরাবাদ	
			১০৮.	ফরাজিকান্দি	
			১০৯.	চেংগারচর পৌরসভা	
			১১০.	কলাকান্দা	
			১১১.	বাগানবাড়ী	
			১১২.	সাদুল্লাপুর	
		১৯. হাইমচর	১১৩.	হাইমচর	
			১১৪.	আলগী দূর্গাপুর (উত্তর)	
			১১৫.	আলগী দূর্গাপুর (দক্ষিণ)	
			১১৬.	নীলকমল	
			১১৭.	গাজীপুর	
			১১৮.	চরভৈরবী	
৫.	শরীয়তপুর	২০. ভেদরগঞ্জ	১১৯.	চর সেনসাস	
			১২০.	চর ভাঙ্গা	
			১২১.	কাচিকাটা	
			১২২.	তারাবুনিয়া (উত্তর)	
			১২৩.	তারাবুনিয়া (দক্ষিণ)	
			১২৪.	সখীপুর	
			১২৫.	চর কুমারিয়া	
			১২৬.	আরশীনগর	
			১২৭.	রামভদ্রপুর	
		২১. নড়িয়া	১২৮.	গৌরিসা	
			১২৯.	ডিংগামানিক	
			১৩০.	কেদারপুর	
৬.	বরিশাল	২২. হিজলা	১৩১.	বড়জালিয়া	
			১৩২.	ধোলখোলা	
			১৩৩.	হরিনাথপুর	
			১৩৪.	হিজলা গৌরবদী	
			১৩৫.	গোয়াবাড়িয়া	
			১৩৬.	মেমানিয়া	
		২৩. মেহেন্দিগঞ্জ	১৩৭.	মেহেন্দিগঞ্জ পৌরসভা	
			১৩৮.	মেহেন্দিগঞ্জ সদর	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য অধিদপ্তর
মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা
পরিচালকের কার্যালয়

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন ক্রম নং	ইউনিয়নের নাম	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
			১৩৯.	জাঙ্গালিয়া	
			১৪০.	ভাষানচর	
			১৪১.	উলানিয়া	
			১৪২.	আন্দার মানিক	
			১৪৩.	জয়নগর	
			১৪৪.	চরগোপালপুর	
			১৪৫.	গোবিন্দপুর	
			১৪৬.	লতা	
			১৪৭.	দড়িরচর খাজুরিয়া	
			১৪৮.	চর একুরিয়া	
			১৪৯.	শ্রীপুর	
			১৫০.	আলিমাবাদ	
			১৫১.	বিদ্যান্দপুর	
		২৪. বরিশাল সদর	১৫২.	চরমোনাই	
			১৫৩.	সায়েস্তাবাদ	
			১৫৪.	টুঙ্গবড়িয়া	

৩.৫.৩. জনসচেতনতামূলক সভা বাস্তবায়নের নির্দেশনাবলি

১. স্থানীয় জনপ্রতিনিধি/স্থানীয় প্রশাসন/আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য/গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ/গণমাধ্যমকর্মী/ আড়তদার/ ট্রলার মালিক/ মাঝি/জেলে/মৎস্যজীবী সমিতির সদস্য/প্রতিনিধির সমন্বয়ে সচতনতামূলক সভা আয়োজন করতে হবে।

২. জেলে পল্লী/মাছ ঘাট/নদীর পাড়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ইউনিয়ন পরিষদ বা সুবিধাজনক স্থানে সভার আয়োজন করা যেতে পারে। প্রতি সভায় কমপক্ষে ১০০ (একশত) জন অংশীজনের উপস্থিতি থাকতে হবে। তবে ইলিশ অভয়াশ্রমের ক্ষেত্রে অবশ্যেই সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের অভয়াশ্রম সংলগ্ন নদীর পাড়/জেলে পল্লী/মাছ ঘাট/ ইউনিয়ন পরিষদে আয়োজন করতে হবে। সচেতনতামূলক সভা শুরুর কমপক্ষে ০৩ (তিন) দিন পূর্বে প্রকল্প দপ্তরে সিডিউল প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

৩. জনসচেতনতামূলক সভার স্থিরচিত্র, ভিডিও ও উপস্থিতির হাজিরা (নিম্নবর্ণিত ছক মোতাবেক) সংশিষ্ট দপ্তরে সংরক্ষণপূর্বক সচিত্র প্রতিবেদন প্রকল্প দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

..... অর্থবছরে 'ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায়
.....(মহানগর/জেলা/উপজেলা/অভয়াশ্রম সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন) .....
(জাটকা সংরক্ষণ/মা ইলিশ সংরক্ষণ) কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনসচেতনতামূলক সভায় উপস্থিতি

বিভাগঃ জেলাঃ উপজেলাঃ ইউনিয়নঃ
সভার স্থানঃ তারিখঃ

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর/টিপসই
১	২	৩	৪	৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ মৎস্য অধিদপ্তর ভবন, রমনা, ঢাকা পরিচালকের কার্যালয়

৩.৬ ইলিশ অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ কার্যক্রম

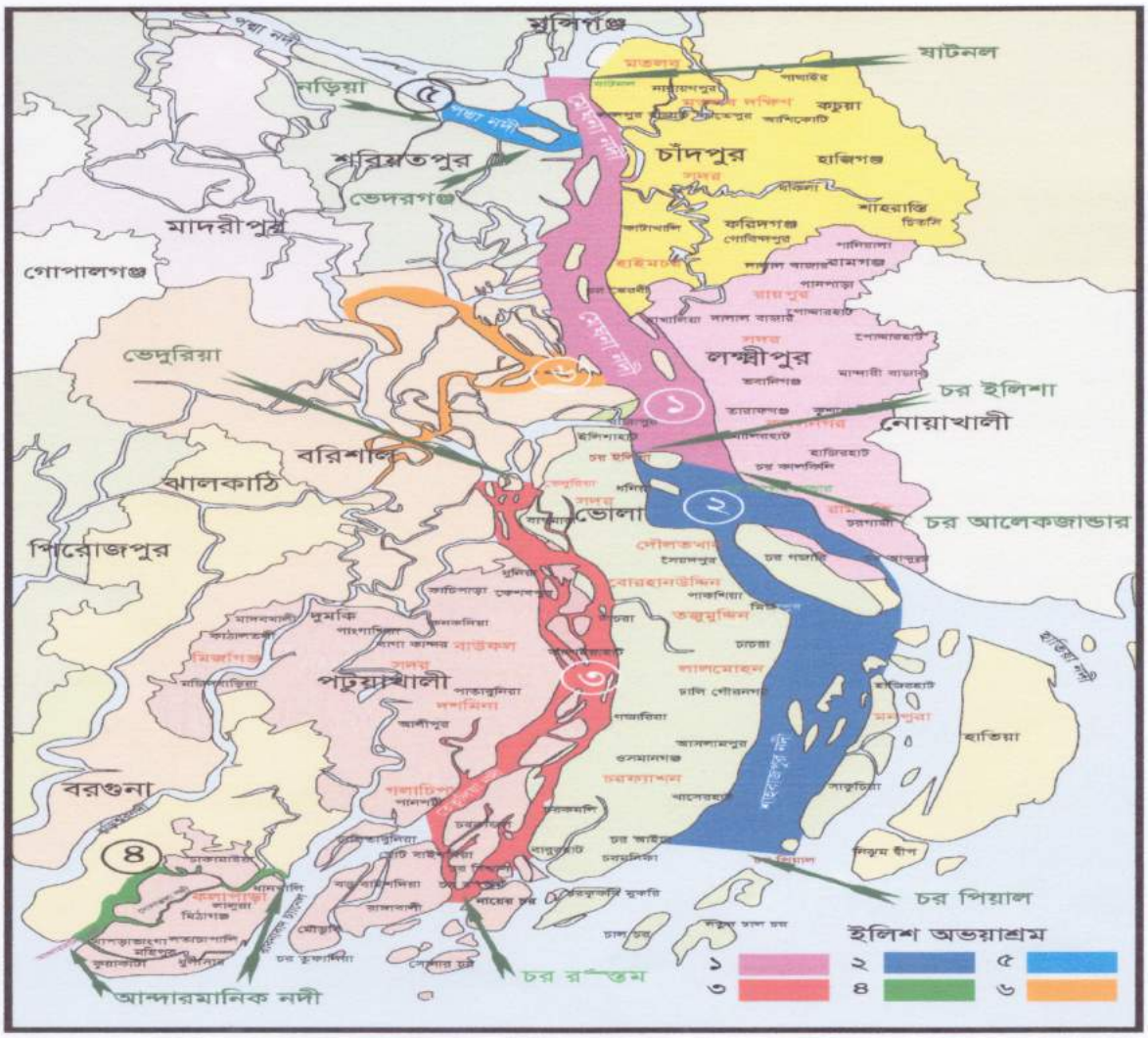

ইলিশ অভয়াশ্রম হচ্ছে জলাশয়ের কোন নির্দিষ্ট এলাকা বা আবাসস্থল যেখানে জাটকা বা ইলিশ মাছ নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে চলাচল ও বসবাস করতে পারে। অভয়াশ্রম ঘোষিত এলাকায় সারা বছর অথবা কোন নির্দিষ্ট মৌসুমে মাছ ধরা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। কোন জলাশয়ের মাছের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের সহজতম ও কার্যকর পদ্ধতি হচ্ছে অভয়াশ্রম ঘোষণা করা। ইলিশসহ অন্যান্য মাছের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য প্রধান বিচরণক্ষেত্র হিসেবে ইতোমধ্যে সারা দেশে ৬টি ইলিশ অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে। এই ৬টি ইলিশ অভয়াশ্রম দেশের ৬টি জেলার ২৩টি উপজেলার ৪৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ নদীতে স্থাপিত হয়েছে। এই ৬ টি অভয়াশ্রমকে ঘিরে ১৫৪ টি ইউনিয়নের অসংখ্য জেলেদের জীবিকা নির্বাহ হয়ে থাকে। অভয়াশ্রমের চিহ্নিত এলাকা ও মাছ ধরা নিষিদ্ধ সময় নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	ইলিশ অভয়াশ্রমের এলাকা	মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময়
১	চাঁদপুর জেলার ষাটনল হতে লক্ষীপুর জেলার চর আলেকজান্ডার (মেঘনা নদীর নিম্ন অববাহিকার ১০০ কিমি এলাকা)	প্রতি বছর মার্চ হতে এপ্রিল
২	ভোলা জেলার মদনপুর/চর ইলিশা হতে চর পিয়াল পর্যন্ত (মেঘনা নদীর শাহবাজপুর শাখার ৯০ কিমি এলাকা)	প্রতি বছর মার্চ হতে এপ্রিল
৩	ভোলা জেলার ভেদুরিয়া হতে পটুয়াখালী জেলার চর রুস্তম পর্যন্ত (তেঁতুলিয়া নদীর প্রায় ১০০ কিমি এলাকা)	প্রতি বছর মার্চ হতে এপ্রিল
৪	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার আন্ধারমানিক নদীর ৪০ কিমি এলাকা	প্রতি বছর নভেম্বর হতে জানুয়ারি
৫	শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া - ভেদরগঞ্জ অংশে নিম্ন পদ্মার ২০ কিমি এলাকা	প্রতি বছর মার্চ হতে এপ্রিল
৬	বরিশাল জেলার হিজলা, মেহেন্দীগঞ্জ, ও বরিশাল সদর উপজেলার কালাবদর, গজারিয়া ও মেঘনা নদীর প্রায় ৮২ কিমি এলাকা	প্রতি বছর মার্চ হতে এপ্রিল

চিত্রঃ ইলিশ অভয়াশ্রমসমূহ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ★ মৎস্য অধিদপ্তর ★ মহাপরিচালকের কার্যালয় ★ মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা

- অভয়াশ্রমসমূহে মাছ আহরণ বন্ধ রাখা অধিকতর কার্যকর করার জন্য প্রকল্প থেকে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে:

১. অভয়াশ্রমসমূহে মাছ ধরা নিষিদ্ধ সময়ের পূর্বে প্রতিটি ইউনিয়নের একটি নির্দিষ্ট স্থানে সকল মাছ ধরার নৌকাকে আটকে রাখার ব্যবস্থা প্রকল্প হতে করা হবে। এর ফলে অভয়াশ্রম গুলোতে অবৈধ মাছ আহরণ অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। প্রকল্পের সুফলভোগী জেলেরা পালাক্রমে অভয়াশ্রম গুলো পাহারা দিবেন যাতে নিষিদ্ধ সময়ে কেউ মাছ ধরার সুযোগ নিতে না পারে। ইউনিয়ন পর্যায়ে নৌকা ব্যবস্থাপনা ও পাহারা দেয়ার কাজটি জেলা ও উপজেলা প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটি ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের সহায়তায় সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

২. অভয়াশ্রম সংশ্লিষ্ট জেলে গ্রাম গুলোতে নিষিদ্ধ সময়ে মাছ ধরা বন্ধের লক্ষ্যে প্রকল্প হতে বিভিন্ন প্রকার সচেতনতামূলক কার্যক্রম যেমন- সচেতনতা সভা, পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ, মাইকিং-এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। সংশ্লিষ্ট এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন পরিষদ, মসজিদ ইত্যাদি স্থানে প্রকল্প হতে সচেতনতা সভার আয়োজন করা হবে।

৩. প্রতি অভয়াশ্রমে প্রকল্প মেয়াদে ৫ জন পাহারাদার থাকবে। একাধিক জেলা ও উপজেলায় অভয়াশ্রমের বিস্তৃতি থাকলে গুরুত্ব ও আয়তন অনুসারে আনুপাতিক হারে পাহারাদার নিযুক্ত করা হবে।

৩.৬.১ ইলিশ অভয়াশ্রম সংরক্ষণে পাহারাদার নির্বাচনের মানদন্ড

১. মৎস্য অধিদপ্তরের জেলে কার্ডধারী/ নিবন্ধিত জেলে হতে হবে।
২. অভয়াশ্রম সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
৩. বয়স ১৮-৫৫ বছর হতে হবে।
৪. সুস্থ, সবল ও কর্মদক্ষ হতে হবে।
৫. বিনয়ী ও গ্রহণযোগ্য হতে হবে।
৬. থানায় রেকর্ডভুক্ত কোনো আইন লঙ্ঘনকারী জেলে পাহারাদারের জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

৩.৬.২ ইলিশ অভয়াশ্রম সংরক্ষণে পাহারাদার নির্বাচনের পদ্ধতি

১. ইলিশ অভয়াশ্রম এলাকার গুরুত্ব বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট উপজেলার প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি প্রাথমিকভাবে পাহারাদার নির্বাচন করে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বরাবরে প্রেরণ করবেন। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রকল্প পরিচালক এর নিকট প্রেরণ করবেন।
২. বিদ্যমান ফিসগার্ড এর সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে পাহারাদার নির্বাচন করা যাবে না।
৩. প্রকল্প পরিচালক চুড়ান্ত অনুমোদন করবেন এবং অনুমোদনের পর সংশ্লিষ্ট সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা পাহারাদারের সাথে চুক্তি সম্পাদন করবেন।
৪. প্রকল্প দপ্তর সংশ্লিষ্ট সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বরাবর পাহারাদারের শ্রমিক মজুরীর অর্থ বরাদ্দ প্রদান করবেন।

৩.৬.৩ ইলিশ অভয়াশ্রম সংরক্ষণে পাহারাদারের করণীয়/দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. সংশ্লিষ্ট অভয়াশ্রমের নির্ধারিত অংশে পাহারা কার্যক্রম নিষ্ঠার সাথে পালন করবে।
২. মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময়ে কাউকে মাছ ধরতে দেখলে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে অবহিত করবে।
৩. নদীতে কাউকে জাটকা ধরতে বা অবৈধ জাল ব্যবহার করতে দেখলে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে অবহিত করবে।
৪. পাহারা কার্যক্রমে কোন সমস্যা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে এবং কোস্ট গার্ড/নৌপুলিশ/স্থানীয় জনপ্রতিনিধিকে অবহিত করে সাহায্য চাইবে।
৫. নিজ পরিবার এবং ইলিশের ওপর নির্ভরশীল আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সাথে ইলিশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করবে ।
৬. প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজ যেমন- সচেতনতা সভা, লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ, মাইকিংসহ প্রচার- প্রচারণা ইত্যাদি কাজে সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য দপ্তরকে সহযোগিতা করবে।

৩.৬.৪ ইলিশ অভয়াশ্রম সংরক্ষণে নির্বাচিত পাহারাদারের অপসারণ

১. সংশ্লিষ্ট অভয়াশ্রমে পাহারা সংক্রান্ত অর্পিত দায়িত্ব পালনে অবহেলা;
২. সংশ্লিষ্ট সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা এবং কোস্ট গার্ড/নৌপুলিশ/স্থানীয় জনপ্রতিনিধির সাথে অভয়াশ্রম পাহারা সংক্রান্ত কাজে অসহযোগিতা;
৩. নিজে কিংবা পরিবারের কোন সদস্য অবৈধ জাল/সরঞ্জামাদি দিয়ে মাছ আহরণে লিপ্ত হলে কিংবা নিষিদ্ধ সময়ে অভয়াশ্রমে মাছ ধরার সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে;
৪. শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতা জনিত কারণ;
৫. উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে নির্বাচন বাতিল করতে পারবে।

৩.৭ প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন ওয়ার্কশপ

১. প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে জেলা পর্যায়ে প্রকল্পের শুরুতে ০১ (এক) টি ওয়ার্কশপ/সেমিনার ও প্রকল্প শেষে ০১ (এক) টি ওয়ার্কশপ/সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে।

২. প্রকল্প সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা মৎস্য দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ/স্থানীয় প্রশাসন/পুলিশ প্রশাসন/নৌপুলিশ/কোস্ট গার্ড/নৌবাহিনী/স্থানীয় জনপ্রতিনিধি/গণমাধ্যমকর্মী/আড়তদার/ট্রলার মালিক/জেলে/মাঝি/মৎস্যজীবী সমিতির সদস্য/প্রতিনিধির সমন্বয়ে জেলা পর্যায়ে ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজন করতে হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।

পাসপোর্ট সাইজের ছবি

সুফলভোগী নির্বাচনের বেইজলাইন সার্ভে ফরম

ইউনিয়ন/পৌরসভাঃ উপজেলাঃ জেলাঃ বিভাগঃ

[প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক চিহ্ন দিন]

১. নামঃ ক. বাংলায় :

খ. ইংরেজিতে (Capital Letter) :

২. জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর :

৩. জেলে নিবন্ধন নম্বর :

৪. মোবাইল নম্বর :

৫. পিতার নাম :

৬. মাতার নাম :

৭. স্বামী/স্ত্রীর নাম :

৮. জন্ম তারিখঃ দিন ☐☐ মাস ☐☐ বছর ☐☐ ৯. লিঙ্গঃ ☐ পুরুষ ☐ মহিলা ☐ অন্যান্য ☐

১০. বয়স : বছর ☐☐ মাস ☐☐ দিন ☐☐

১১. ধর্মঃ ..... ১২. বৈবাহিক অবস্থাঃ.....

১৩. শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ☐ নিরক্ষর ☐ অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ☐ ৫ম শ্রেণি ☐ ৮ম শ্রেণি ☐ এসএসসি ☐ তদূর্ধ্ব

১৪. পরিবারে সদস্য সংখ্যাঃ.....জন

১৫. ঠিকানাঃ

ক. বর্তমান ঠিকানাঃ গ্রাম: ওয়ার্ড নম্বর: ইউনিয়ন/পৌরসভা:
ডাকঘর: উপজেলা: জেলা:

খ. স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রাম:: ওয়ার্ড নম্বর: ইউনিয়ন/পৌরসভা:
ডাকঘর: উপজেলা: জেলা:

১৬. পেশাঃ ক. প্রধান পেশাঃ..... খ. সহযোগী পেশা:.....

১৭. আহরিত মাছের ধরন: ☐ ইলিশ ☐ অন্যান্য
১৮. ইলিশ আহরণস্থলঃ ☐ নদী ☐ উপকূল ☐ সমুদ্র
১৯. ইলিশ আহরণকালঃ ☐ ০৪ মাস ☐ ০৬ মাস ☐ ০৯ মাস ☐ সারা বছর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মৎস্য অধিদপ্তর পরিচালকের কার্যালয় মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা

২০. মৎস্য আহরণে জাল/সরঞ্জামের নামঃ (ক)..... (খ).....
(গ)..... (ঘ).....

২১. জালের মালিকানাঃ ☐ জেলে (নিজ) ☐ জেলে (দলীয়) ☐ মহাজন

২২. জালের আনুমানিক মূল্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে).....টাকা

২৩. নৌযানের ধরন: ☐ অযান্ত্রিক ☐ যান্ত্রিক ☐ ফিশিং ট্রলার ☐ নাই

২৪. নৌযানের মালিকানা: ☐ জেলে (নিজ) ☐ জেলে (দলীয়) ☐ মহাজন

২৫. নৌযানের আনুমানিক মূল্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে).....টাকা

২৬. বসতভিটার মালিকানা: ☐ নিজ ☐ সরকারি খাস জমি ☐ অন্যান্য

২৭. বসতভিটার ধরন: ☐ পাকা ☐ সেমি পাকা ☐ টিনের ঘর ☐ মাটির ঘর ☐ অন্যান্য

২৮. বসতভিটা ছাড়া অন্য জমি আছে কিনাঃ ☐ হ্যাঁ ☐ না

২৯. জমি থাকলে জমির পরিমাণঃ .....শতাংশ
৩০. গরু, ছাগল, সেলাইমেশিন, ভ্যান ইত্যাদি আছে কিনা: ☐ হ্যাঁ ☐ না

৩১. নদী ভাঙ্গনে কবলিত কিনাঃ ☐ হ্যাঁ ☐ না

৩২. অন্য কোনো সংস্থা বা এনজিও থেকে সহায়তা প্রাপ্ত কিনা: ☐ হ্যাঁ ☐ না
৩৩. সহায়তা প্রাপ্ত হলে সংস্থা বা এনজিও এর নাম :.....
৩৪. ঋণগ্রস্ত কিনা: ☐ হ্যাঁ ☐ না
৩৫. ঋণগ্রস্থ হলে ঋণের পরিমাণ :.....টাকা
৩৬. ঋণগ্রস্থ হলে উৎসের নাম : ☐ মহাজন ☐ এনজিও ☐ ব্যাংক ☐ অন্যান্য
৩৭. পরিবারে উপার্জনক্ষম সদস্য সংখ্যা :.....জন
৩৮. বার্ষিক আয়ের পরিমাণ :.....টাকা
৩৯. বার্ষিক সঞ্চয়ের পরিমাণ :.....টাকা

আমার প্রদত্ত উপরিউক্ত সকল তথ্য সঠিক এবং আমি কোনো তথ্য গোপন করি নাই।

তথ্য প্রদানকারীর স্বাক্ষর/টিপসই.....

তথ্য প্রদানকারী জেলের নাম.....

....
তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর ও নামসহ সীল সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও নামসহ সীল

ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প এর আওতায় বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে উপকরণ প্রদানের চুক্তিনামা

এই চুক্তিনামা অদ্য .....খ্রি. তারিখ, রোজ: .....নিম্নবর্ণিত দুই পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত হলো।

১ম পক্ষ, মৎস্য অধিদপ্তরের পক্ষে (সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা): .....
এবং ২য় পক্ষ, সুফলভোগী:.....

গৃহিত উপকরণের বিবরণ
ক উপকরণের নাম :.....
খ. সংখ্যা/পরিমাণ:.....

আমি অথবা আমাদের পক্ষ (দ্বিতীয় পক্ষ) হতে মনোনীত নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়ানাধীন "ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প " এর ব্যবস্থাপনায় .....জেলাধীন..... উপজেলার সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার নিকট হতে নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে উপকরণ সহায়তা হিসেবে সর্বমোট ..... টাকা মূল্যমানের.....টি..... উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করলাম।

শর্তাবলি

১. বিকল্প কর্মসংস্থানের নিমিত্ত প্রাপ্ত উপকরণ কোনো অবস্থাতেই অন্যত্র বিক্রয় অথবা হস্তান্তর করা যাবে না।
২. দ্বিতীয় পক্ষ বিতরণকৃত উপকরণের রক্ষণাবেক্ষন করবেন। এক্ষেত্রে প্রথম পক্ষ কোন প্রকার ব্যয়ভার বহন করবেন না।
৩. প্রকল্প সমাপ্তির পর সুফলভোগী মূলধন ঠিক রেখে লভ্যাংশ ভোগ করবে। সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা-র কারিগরি সহায়তায় একই নিয়মে বিকল্প কর্মসংস্থানের কাজ চলমান থাকবে।
৪. দলীয়/গ্রুপে বিকল্প কর্মসংস্থানে কোনো রকম অনৈক্য দেখা দিলে সেক্ষেত্রে উপজেলা প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
৫. কোনোরূপ অবহেলা বা দুর্ঘটনার কারণে উপকরণের কোনো ক্ষতি সাধিত হলে সুফলভোগী তার নিজ দায়িত্বে বিষয়টির সমাধান করবেন।
৬. বছর শেষে বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আয়-ব্যয়ের হিসাব দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে দিবেন।
৭. দ্বিতীয় পক্ষ এই চুক্তিনামার যে কোনো শর্ত ভঙ্গ করলে তার বিরুদ্ধে চুক্তি ভঙ্গের অপরাধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।
৮. বর্ণিত বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচির একজন সুফলভোগী হিসেবে দ্বিতীয় পক্ষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে মৎস্য অধিদপ্তরের পক্ষে কাজ করে যাবেন।

বর্ণিত চুক্তিনামা আমি/আমরা সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় নিম্নবর্ণিত স্বাক্ষীগণের সম্মুখে স্বাক্ষর করলাম।

.....
মৎস্য অধিদপ্তরের মনোনীত প্রতিনিধি
ঠিকানা (সিনিয়র/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল)
১ম পক্ষ

.....
সুফলভোগীর স্বাক্ষর/টিপসই(নামসহ)
২য় পক্ষ

স্বাক্ষী: (১ম পক্ষের - একজন)

স্বাক্ষী: (২য় পক্ষের - একজন)

ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প এর আওতায় বৈধ জাল বিতরণের চুক্তিনামা

এই চুক্তিনামা অদ্য .....খ্রি. তারিখ, রোজঃ .....নিম্নবর্ণিত দুই পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত হলো।

১ম পক্ষ, মৎস্য অধিদপ্তরের পক্ষে (সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা): .....
এবং ২য় পক্ষ, সুফলভোগী:.....

গৃহিত উপকরণের বিবরণ
ক উপকরণের নাম :.....
খ. সংখ্যা :.....

আমি অথবা আমাদের পক্ষ (দ্বিতীয় পক্ষ) হতে মনোনীত নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন "ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প " এর ব্যবস্থাপনায় .....জেলাধীন..... উপজেলার সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার নিকট হতে নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে অবৈধ জাল ধ্বংসপূর্বক সর্বমোট ..... টাকা মূল্যমানের.....টি বৈধ জাল গ্রহণ করলাম।

শর্তাবলি

১. প্রাপ্ত বৈধ জাল কোনো অবস্থাতেই অন্যত্র বিক্রয় অথবা হস্তান্তর করা যাবে না।
২. দ্বিতীয় পক্ষ বিতরণকৃত বৈধ জালের রক্ষণাবেক্ষন করবেন। এক্ষেত্রে প্রথম পক্ষ কোন প্রকার ব্যয়ভার বহন করবেন না।
৩. দলীয়/গ্রুপে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কোনো রকম অনৈক্য দেখা দিলে সেক্ষেত্রে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
৪. কোনোরূপ অবহেলা বা দুর্ঘটনার কারণে বৈধ জালের কোনো ক্ষতি সাধিত হলে সুফলভোগী তার নিজ দায়িত্বে বিষয়টির সমাধান করবেন।
৫. বছর শেষে বৈধ জালের অবস্থা সম্পর্কে দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে অবহিত করবেন।
৬. প্রথম পক্ষ অবৈধ জাল/ট্র্যাপ ব্যবহার করে মাছ আহরণ থেকে বিরত থাকবেন।
৭. দ্বিতীয় পক্ষ এই চুক্তিনামার যে কোনো শর্ত ভঙ্গ করলে তার বিরুদ্ধে চুক্তি ভঙ্গের অপরাধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।
৮. বর্ণিত বৈধ জাল বিতরণ কর্মসূচির একজন সুফলভোগী হিসেবে দ্বিতীয় পক্ষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে মৎস্য অধিদপ্তরের পক্ষে কাজ করে যাবেন।

বর্ণিত চুক্তিনামা আমি/আমরা সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় নিম্নবর্ণিত স্বাক্ষীগণের সম্মুখে স্বাক্ষর করলাম।

.....
মৎস্য অধিদপ্তরের মনোনীত প্রতিনিধি
ঠিকানা (সিনিয়র/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল)
১ম পক্ষ

.....
সুফলভোগীর স্বাক্ষর/টিপসই
২য় পক্ষ

স্বাক্ষী: (১ম পক্ষের - একজন)

স্বাক্ষী: (২য় পক্ষের - একজন)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ মৎস্য অধিদপ্তর পরিচালকের কার্যালয় ভবন, রমনা, ঢাকা

চুক্তি পত্র

মৎস্য অধিদপ্তরাধীন **ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প** এর আওতায়
মনোনিত পাহারাদারের সাথে চুক্তিনামা

প্রথম পক্ষ " ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প " মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা এর পক্ষে

সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উপজেলাঃ ----------, জেলাঃ ---------- এবং দ্বিতীয় পক্ষঃ..... ইলিশ অভয়াশ্রমের পাহারাদার জনাব ....., গ্রামঃ ....., ওয়ার্ডঃ ..... পোঃ .....,ইউপিঃ ----------, উপজেলাঃ ----------, জেলাঃ ---------।

প্রেক্ষাপট

যেহেতু মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন **"ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প"** এর মাধ্যমে ইলিশ অভয়াশ্রম ব্যবস্হাপনা জোরদারকরণে প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী অভয়াশ্রমে পাহারাদার নির্বাচনের সুযোগ রয়েছে এবং যেহেতু পাহারাদারগণ ইলিশ অভয়াশ্রম ব্যবস্হাপনায় পাহারা কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে ইলিশ/মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করবেন এবং তিনি মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে সেতু বন্ধন স্থাপনপূর্বক বিশেষ দূত বা সহায়তাকারী হিসাবে নিয়োজিত থাকবেন।

যেহেতু দ্বিতীয় পক্ষ চুক্তিনামায় উল্লেখিত শর্তে সম্মত হয়ে প্রকল্পের অভয়াশ্রম পাহারাদার হিসাবে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং যেহেতু "উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি" তাকে অভয়াশ্রম পাহারাদার (শ্রমিক) হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করেছে। সেহেতু ১ম পক্ষ ও ২য় পক্ষ নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে একটি চুক্তিনামা স্বাক্ষরের বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

শর্তাবলী

ক. সাধারণ বিষয়াদি

১. চুক্তির মেয়াদঃ .....হতে ৩০/০৬/২০২৪ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত।
২. চুক্তিনামার জন্য ব্যবহৃতব্য প্রয়োজনীয় স্ট্যাম্পের ব্যয় ২য় পক্ষ বহন করবেন।
৩. চুক্তি পত্রে উল্লেখ করা হয়নি এমন সব বিষয়ে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের বক্তব্য/ব্যাখ্যা চূড়ান্ত বলে উভয়পক্ষ কর্তৃক বিবেচিত হবে।
৪. ২য় পক্ষের দাপ্তরিক কাজে অফিসে গমন এবং পাহারা কার্যক্রম সংক্রান্ত সকল ধরণের যাতায়াত খরচ ও মোবাইল ব্যয় দৈনিক মজুরীর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকবে।
৫. ২য় পক্ষ সার্বক্ষণিক মোবাইল চালু রাখবেন এবং প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করবেন।

খ. ১ম পক্ষের দায়-দায়িত্ব

* অভয়াশ্রম ব্যবস্হাপনা কার্যক্রম সম্পর্কে ২য় পক্ষকে অবহিত করবেন।
* ১ম পক্ষ যে কোন দাপ্তরিক প্রয়োজনে ২য় পক্ষকে কাজে নিয়োজিত করতে পারবেন।
* ১ম পক্ষ নিম্নোক্ত কারণে ২য় পক্ষকে অপসারণ করতে পারবেন-

৬. সংশ্লিষ্ট অভয়াশ্রমে পাহারা সংক্রান্ত অর্পিত দায়িত্ব পালনে অবহেলা;
৭. সংশ্লিষ্ট সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা এবং কোস্ট গার্ড/নৌপুলিশ/স্থানীয় জনপ্রতিনিধির সাথে অভয়াশ্রম পাহারা সংক্রান্ত কাজে অসহযোগিতা;
৮. নিজে কিংবা পরিবারের কোন সদস্য অবৈধ জাল/সরঞ্জামাদি দিয়ে মাছ আহরণে লিপ্ত হলে কিংবা নিষিদ্ধ সময়ে অভয়াশ্রমে মাছ ধরার সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে;
৯. শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতা জনিত কারণ;
১০. কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে নির্বাচন বাতিল করতে পারবেন।

গ. **২য় পক্ষের দায়-দায়িত্ব**

৭. সংশ্লিষ্ট অভয়াশ্রমের নির্ধারিত অংশে পাহারা কার্যক্রম নিষ্ঠার সাথে পালন করবে।

৮. মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময়ে কাউকে মাছ ধরতে দেখলে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে অবহিত করবে।

৯. নদীতে কাউকে জাটকা ধরতে বা অবৈধ জাল ব্যবহার করতে দেখলে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে অবহিত করবে।

১০. পাহারা কার্যক্রমে কোন সমস্যা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে এবং কোস্ট গার্ড/নৌপুলিশ/স্থানীয় জনপ্রতিনিধিকে অবহিত করে সাহায্য চাইবে।

১১. নিজ পরিবার এবং ইলিশের ওপর নির্ভরশীল আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সাথে ইলিশ/জাটকা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করবে ।

১২. প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজ যেমন- সচেতনতা সভা, লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ, মাইকিংসহ প্রচার- প্রচারণা ইত্যাদি কাজে সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য দপ্তরকে সহযোগিতা করবে।

এমতাবস্থায় চুক্তি নামার উল্লিখিত সকল শর্ত ক.সাধারণ বিষয়াদি, খ. ১মপক্ষের দায়-দায়িত্ব এবং গ. ২য় পক্ষের দায়-দায়িত্বে অন্তর্ভূক্তবিষয়াদি মেনে চলার অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে আমরা উভয় পক্ষ অদ্য .....খ্রি./.....বঙ্গাব্দ চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করিলাম।

.....	.....
মৎস্য অধিদপ্তরের মনোনীত প্রতিনিধি	সুফলভোগীর স্বাক্ষর/টিপসই(নামসহ)
ঠিকানা (সিনিয়র/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল)	২য় পক্ষ
১ম পক্ষ	
স্বাক্ষী: (১ম পক্ষের - একজন)	স্বাক্ষী: (২য় পক্ষের - একজন)